দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ীদের তথ্য উপস্থাপন ও সুজন-এর পর্যবেক্ষণ

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক **(২৮ জানুয়ারি, ২০২৪)**

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, গত ৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সর্বমোট ৩০০টি নির্বাচনী এলাকায় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও নওগাঁ-২ এর স্বতন্ত্র প্রার্থী আমিনুল হকের মৃত্যুতে ৭ জানুয়ারি ২০২৪-এ ২৯৯টি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২৯৯টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও ময়মনসিংহ-৩ আসনের একটি কেন্দ্রের ফলাফল বাতিল হওয়ায় প্রথমে ২৯৮টি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষিত হয়। পরে ১৩ জানুয়ারি তারিখে ময়মনসিংহ-৩ আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে আওয়ামী লীগের প্রার্থী নিলুফার আনজুম পপি জয়ী হন। ইতোমধ্যেই ২৯৯ জন নবনির্বাচিত সংসদ শপথ গ্রহণ করেছেন এং নতুন মন্ত্রিসভাও গঠিত হয়েছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ১১ কোটি, ৯৬ লাখ, ১৬ হাজার ৬৩৩ জন। মোট ভোটারের মধ্যে ৬ কোটি, ৭ লাখ, ৭১ হাজার ৫৭৯ জন পুরুষ; ৫ কোটি, ৮৯ লাখ, ১৯ হাজার ২০২ জন নারী এবং ৮৫২ জন তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) ভোটার। তবে ২৯৯ টি আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ১১ কোটি, ৯৩ লাখ, ৩৩ হাজার ১৫৭ জন। এর মধ্যে ৬ কোটি, ৫ লাখ, ৯২ হাজার ১৬৯ জন পুরুষ; ৫ কোটি, ৮৭ লাখ, ৪০ হাজার ১৪০ জন নারী এবং ৮৪৮ জন তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) ভোটার। মোট ভোটকেন্দ্র ছিল ৪২,০২৪টি।

এই নির্বাচনে ২৮টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। নির্বাচন বর্জন করে ১৬টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলো ছাড়াও বিপুল সংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী এই নির্বাচনে অংশ নেয়। ২৮টি রাজনৈতিক দল মনোনীত প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলিয়ে মোট ১,৯৪৫ জন প্রার্থী ২৯৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেয়। উল্লেখ্য, এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি এবং জাতীয় পার্টি-জেপিকে ৩২টি আসন ছেড়ে দেয়।

তবে এই নির্বাচনের একটি অভিনব বিষয় ছিল ক্ষমতাসীন দল থেকে বিপুল পরিমাণে স্বতন্ত্র ও ডামি প্রার্থী হওয়া। পরবর্তীতে এই স্বতন্ত্র প্রার্থীরাই হয়ে উঠেছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং তার জোটসঙ্গীদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। উল্লেখ্য, এই স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন মন্ত্রিসভার সদস্য, একাদশ সংসদের জাতীয় সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালী নেতা। সেকারণে বলা যায়, নির্বাচনে স্বতন্ত্রদের মধ্যে যারাই জয়লাভ করেছেন, তারা প্রায় সবাই ক্ষমতাসীন দলের নেতা। তাই কিছু আসনে নৌকা প্রতীকের পরাজয় কিংবা স্বতন্ত্রদের জয়ে ক্ষমতাসীনদের কোনো ক্ষতি হয়নি। মূলত কৃত্রিমভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহ সৃষ্টি করার জন্যই দলীয় নেতৃবৃন্দকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে সম্মতি প্রদানের কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল।

এই নির্বাচনে ৩০০টি সংসদীয় আসনে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে ক্ষমতাসীন দল ও জোটসঙ্গীদের মধ্যে আসন বণ্টন করা হয়েছিল, যা ছিল নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: ২৬৮টি
- জাতীয় পার্টি: ২৬টি
- জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ): ৩টি
- বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি: ২টি এবং
- জাতীয় পার্টি-জেপি: ১টি।

তবে বরিশাল-৪ আসনের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী জনাব শাম্মী আহমেদ এবং কক্সবাজার-১ আসনের জনাব সালাহউদ্দিনের মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ায় উক্ত আসন দুটিতে দলটির এবং স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সমর্থন পান এবং জয়লাভ করেন একাদশ জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের স্বতন্ত্র প্রার্থী পংকজ নাথ ও বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক। এছাড়াও চট্টগ্রাম-১৬ আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমানের মনোনয়ন আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে বাতিল করা হয়। সুজন-এর আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, এই আসন বণ্টনের বাইরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের ৩১৭ জন নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন; যাঁদের মধ্যে ১৮২ জন অত্যন্ত প্রভাবশালী (হেভিওয়েট)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে নতুন মুখ ছিলেন ১০৪ জন (যাঁরা একাদশ সংসদে ছিলেন না) এবং প্রথমবারের মতো দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্ত ছিলেন ৬৫ জন।

২৯৯টি আসনের ফলাফলে দেখা যায় যে, এই নির্বাচনে যারাই জয়লাভ করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই আওয়ামী লীগ মনোনীত বা আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী লীগের কোনো অংশের সমর্থনপুষ্ট অথবা আশির্বাদপ্রাপ্ত। ২৯৯টি আসনে দলভিত্তিক আসন প্রাপ্তির চিত্র নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: ২২৩টি
- জাতীয় পার্টি: ১১টি
- জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ): ১টি
- বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি: ১টি এবং
- বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি: ১টি।
- স্বতন্ত্র প্রার্থী: ৬২টি (যাঁদের মধ্যে ৫৯ জনই আওয়ামী রাজনীতির সাথে যুক্ত, কয়েকজন রয়েছেন একাদশ সংসদের সদস্য)।

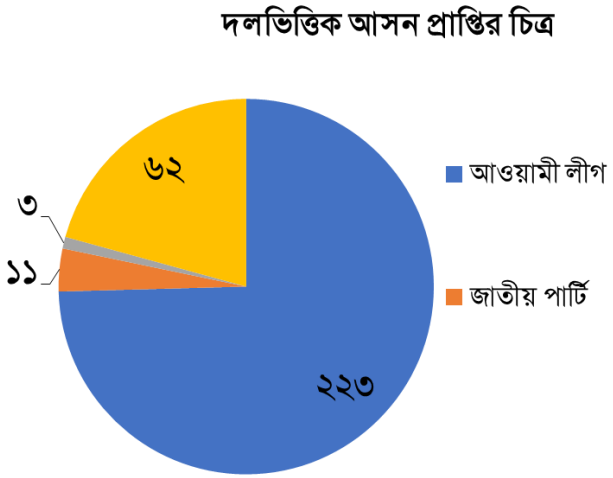

দলভিত্তিক আসন প্রাপ্তির চিত্র

নারী

- ১০১ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
- ২০ জন নির্বাচিত হন, যাদের মধ্যে ১৬ জন আওয়ামী লীগ এবং ৪ জন স্বতন্ত্র।

তৃতীয় লিঙ্গ

- ২ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
- কেউ নির্বাচিত হতে পারেনি।

সংখ্যালঘু

- ৮১ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
- ১৪ জন নির্বাচিত হন, যাদের মধ্যে ১২ জন আওয়ামী লীগ এবং ২ জন স্বতন্ত্র।

১০১ জন নারী এবং ২ জন তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ফলাফলে দেখা যায় যে, তাঁদের মধ্য থেকে ২০ জন জন নারী নির্বাচিত হয়েছেন; যাদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে ১৬ জন এবং স্বতন্ত্র হিসেবে ৪ জন (তালিকা সংযুক্ত)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে ২০ জন এবং স্বতন্ত্র হিসেবে ২৯ জন এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

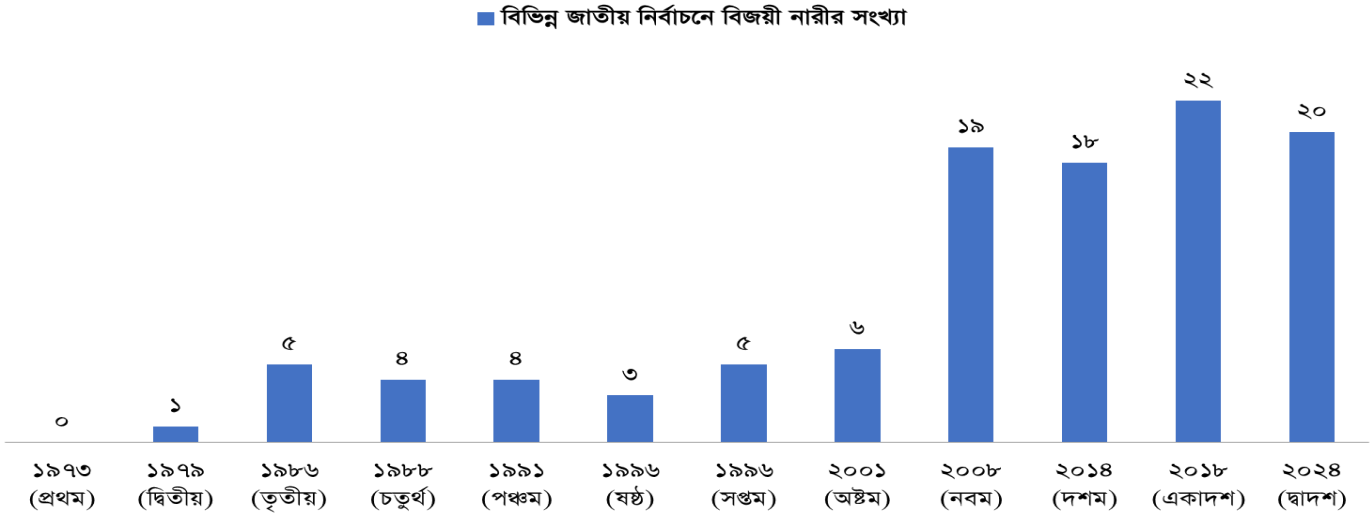

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় নির্বাচনে কোনো নারী সাধারণ আসনে জয়লাভ করেননি। দ্বিতীয় সংসদে একজন নারী উপ-নির্বাচনে জয়ী হন।

ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু প্রার্থীদের ফলাফলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, মোট ৮১ জন প্রার্থী ৮২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়েছেন ১৪ জন; যাদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে ১২ জন এবং স্বতন্ত্র হিসেবে ২ জন (তালিকা সংযুক্ত)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে ২০ জন এবং স্বতন্ত্র হিসেবে ১৫ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

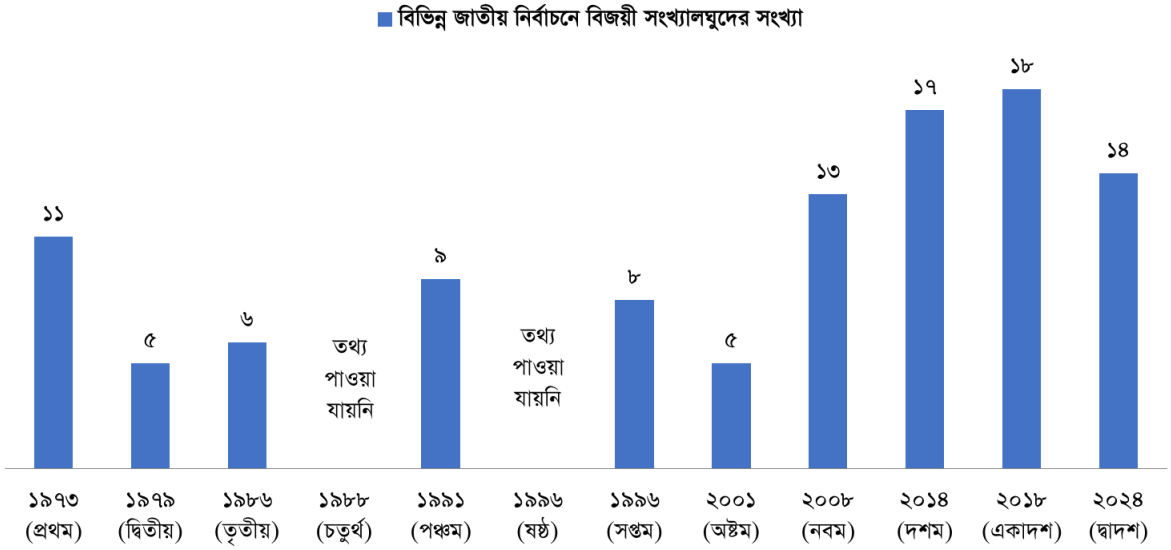

নির্বাচনের পূর্বে সুজন-এর পক্ষ থেকে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ গণমাধ্যমের সহায়তায় তুলে ধরেছিলাম। আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা বিজয়ীদের হলফনামার তথ্যের বিশ্লেষণ নিয়ে তুলে ধরছি; তাতে থাকছে, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, ফৌজদারি মামলা, নিজের ও নির্ভরশীলদের বার্ষিক আয়, নিজের ও নির্ভরশীলদের সম্পদ, দায়-দেনা ও ঋণ এবং আয়কর সংক্রান্ত তথ্য। নির্ধারিত তথ্য ছকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও স্বতন্ত্র হিসেবে বিজয়ীদের তথ্য পৃথকভাবে থাকলেও বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ও বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির নবনির্বাচিত ৩ জন সংসদ সদস্যের তথ্য একটি কলামে 'অন্যান্য রাজনৈতিক দল' শিরোনামে সন্নিবেশিত হয়েছে।

একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, এটি কোনো গবেষণা প্রতিবেদন নয়; এটি বিজয়ী সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিলকৃত তথ্যের বিশ্লেষণ। এই তথ্যগুলো তাঁদের নিজেদেরই দেওয়া।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা

রাজনৈতিক দলের নাম	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই		মন্তব্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫	৫	২৪	৮৪	১০৫	০	**২২৩**	স্বশিক্ষিত ৩ জন
	২.২৪%	২.২৪%	১০.৭৬%	৩৭.৬৭%	৪৭.০৯%	০	**১০০%**	১.৩৪%
জাতীয় পার্টি	০	০	৩	৫	৩	০	**১১**	
			২৭.২৭%	৪৫.৪৫%	২৭.২৭%	০	**১০০%**	
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	০	০	১	০	২	০	**৩**	
	০	০	৩৩.৩৩%	০	৬৬.৬৭%	০	**১০০%**	
স্বতন্ত্র	২	২	৯	২২	২৬	১	**৬২**	স্বশিক্ষিত ২ জন
	৩.২২%	৩.২২%	১৪.৫১%	৩৫.৪৮%	৪১.৯৩%	১.৬১%	**১০০%**	৩.২২%
সর্বমোট	**৭**	**৭**	**৩৭**	**১১১**	**১৩৬**	**১**	**২৯৯**	স্বশিক্ষিত ৫ জন
	২.৩৪%	**২.৩৪%**	**১২.৩৭%**	**৩৭.১২%**	**৪৫.৪৮%**	**০.৩৩%**	**১০০%**	**১.৬৭%**

- নবনির্বাচিত ২৯৯ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৮২.৬০% (২৪৭ জন)-এর শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিতদের মধ্যে এই হার শতকরা ৮৪.৭৫% (১৮৯ জন), জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিতদের মধ্যে এই হার ৭২.৭২% (৮ জন), অন্যান্য দল থেকে নির্বাচিতদের মধ্যে এই হার ৬৬.৬৭% (২ জন) এবং স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিতদের মধ্যে ৭৭.৪২% (৪৮ জন)। উচ্চশিক্ষার হার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।
- নবনির্বাচিত ২৯৯ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে স্বল্প শিক্ষিত অর্থাৎ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো সংসদ সদস্যদের শতকরা হার ২.৩৪% (৭ জন)। এই ৭ জনের মধ্যে ৫ জন (৭১.৪৩%) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে এবং ২ জন (২৮.৫৭%) স্বতন্ত্রদের মধ্য থেকে নির্বাচিত। এই ৭ জনের মধ্যে ৫ জন শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘরে 'স্বশিক্ষিত' উল্লেখ করেছেন।
- সকল প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৫৯.৯২% উচ্চশিক্ষিত (স্নাতক বা স্নাতকোত্তর) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৮২.৬০%। অপরদিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো ২০.১৫% প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২.৬৭%।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ভোটাররা উচ্চশিক্ষিতদের যেমন অধিক হারে গ্রহণ করেছেন, তেমনি স্বল্পশিক্ষিতদের বর্জনও করেছেন। বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক।
- একাদশ জাতীয় সংসদে উচ্চশিক্ষিতের (স্নাতক বা স্নাতকোত্তর) হার ছিল শতকরা ৮১% (২৪৩ জন); দ্বাদশ জাতীয় সংসদে যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে (৮২.৬০%)। এই বিষয়টিও ইতিবাচক।

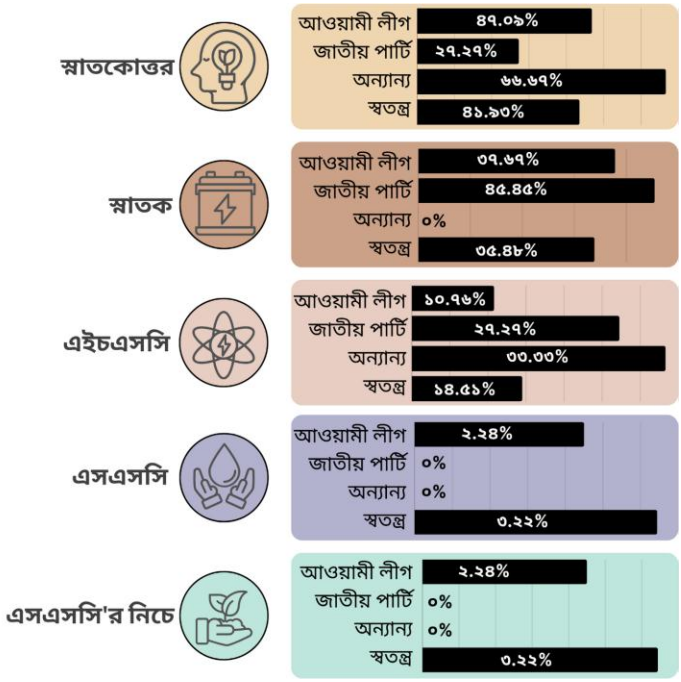

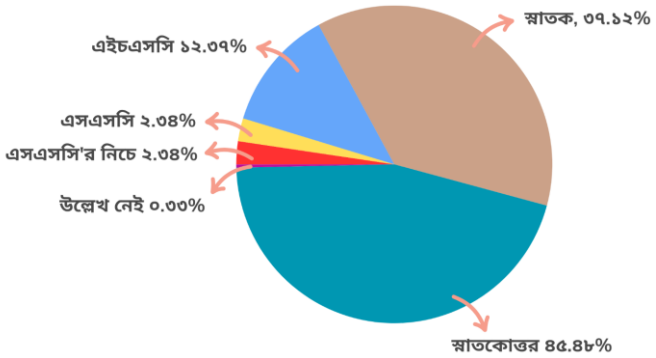

আওয়ামী লীগ থেকে মাধ্যমিকের গণ্ডি না পেরোনো সংসদ সদস্যদের সংখ্যা **৫ জন**।

স্বতন্ত্র থেকে মাধ্যমিকের গণ্ডি না পেরোনো সংসদ সদস্যদের সংখ্যা **২ জন**।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

রাজনৈতিক দলের নাম	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট নির্বাচিত	মন্তব্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭	১৪৭	১৫	২৪	১	২৫	৪	২২৩	
	৩.১৪%	৬৫.৯২%	৬.৭৩%	১০.৭৬%	০.৪৫%	১১.২১%	১.৭৯%	১০০%	
জাতীয় পার্টি	০	৯	০	১	০	১	০	১১	
	০	৮১.৮২%	০	৯.০৯%		৯.০৯%	০	১০০%	
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	০	২	০	০	০	১	০	৩	
	০	৬৬.৬৭%	০	০	০	৩৩.৩৩	০	১০০	
স্বতন্ত্র	৩	৪২	৪	৪	০	৭	২	৬২	
	৪.৮৩%	৬৭.৭৪%	৬.৪৫%	৬.৪৫%	০	১১.২৯%	৩.২২%	১০০%	
সর্বমোট	১০	২০০	১৯	২৯	১	৩৪	৬	২৯৯	
	৩.৩৪%	৬৬.৮৯%	৬.৩৫%	৯.৭০%	০.৩৩%	১১.৩৭%	২.০১%	১০০%	

- নবনির্বাচিত ২৯৯ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে অধিকাংশের পেশাই (৬৬.৮৯% বা ২০০ জন) ব্যবসা। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে এই হার শতকরা ৬৫.৯২% (১৪৭ জন), জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিতদের মধ্যে এই হার শতকরা ৮১.৮২% (৯ জন), অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিতদের মধ্যে ৬৬.৬৭% (২ জন) এবং স্বতন্ত্র থেকে নির্বাচিতদের মধ্যে এই হার ৬৭.৭৪% (৪২ জন)। নবনির্বাচিত ২৯৯ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ২৯ জন (৯.৩৯%) আইনজীবী। এই ২৯ জনের মধ্যে ২৪ জনই (৮২.৭৫%) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার ছিল শতকরা ৫৮.৭১% (১১৪২ জন); নির্বাচিতদের মধ্যে এই হার দাড়িয়েছে ৬৬.৮৯% (২০০ জন)। প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার ৮.১৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- একাদশ জাতীয় সংসদে ব্যবসায়ীর হার ছিল শতকরা ৬১.৬৬% (১৮৫ জন); দ্বাদশ জাতীয় সংসদে যা দাড়িয়েছে শতকরা ৬৬.৮৯%। একাদশ জাতীয় সংসদের তুলনায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদে ব্যবসায়ীদের হার ৫.২৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সংসদ সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশেরও অধিক ব্যবসায়ী।
- এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জাতীয় সংসদে ব্যবসায়ীদের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

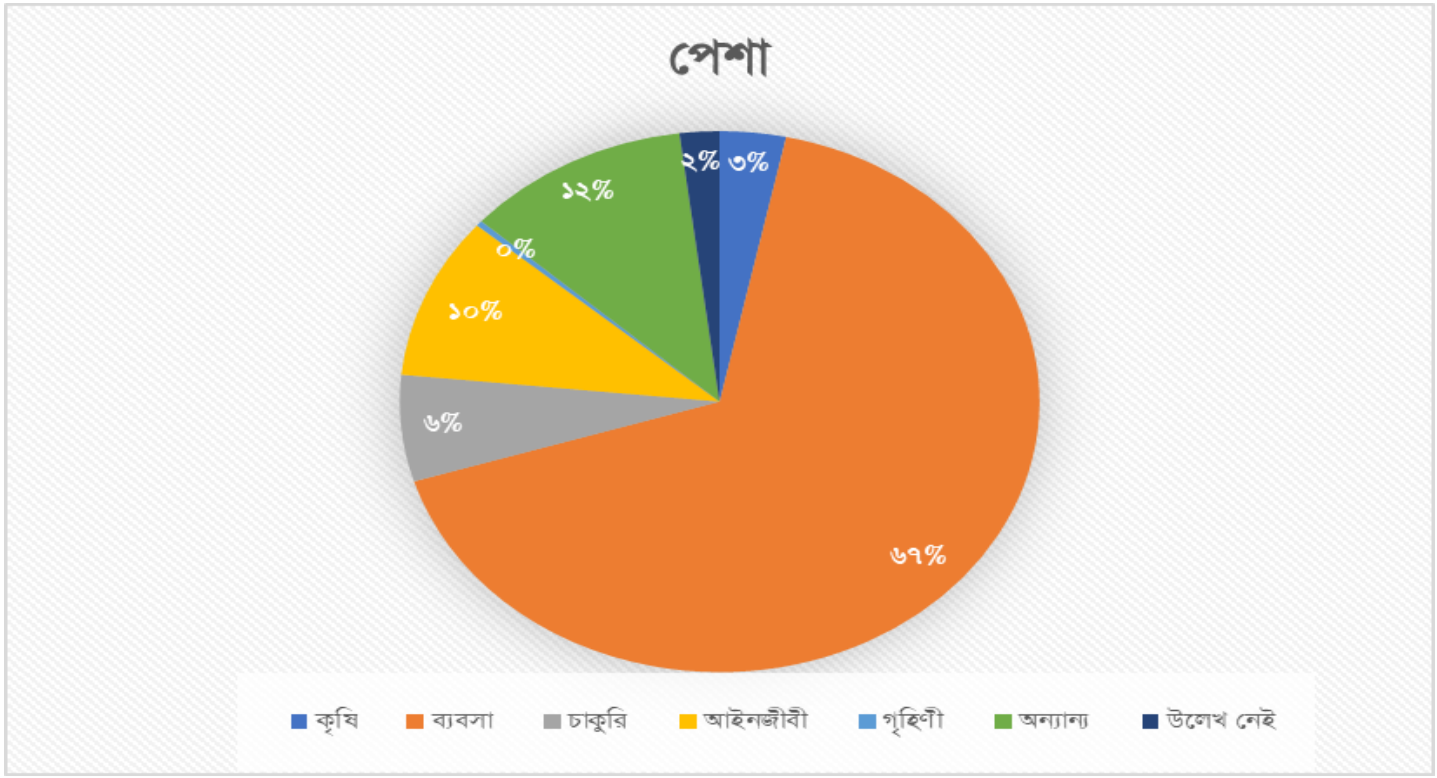

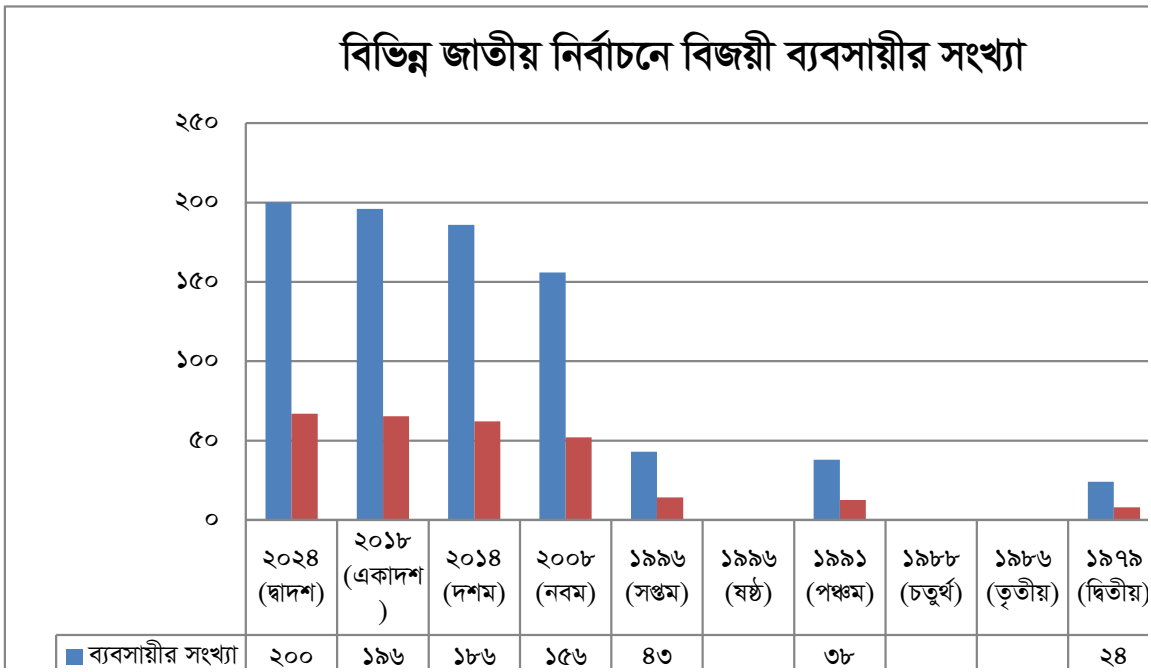

বিশেষ দ্রষ্টব্য: হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে দ্বাদশ, একাদশ, দশম ও নবম জাতীয় নির্বাচনের এবং বাকি নির্বাচনগুলোর তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম জাতীয় নির্বাচনের তথ্য পাওয়া যায়নি।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

রাজনৈতিক দলের নাম	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	উভয় সময়ে মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়ে ৩০২ ধারায় মামলা	মোট নির্বাচিত	মন্তব্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৮	৮৮	৭	১	৩০	০	২২৩	মোট ৪৩৪টি
	৩.৫৮%	৩৯.৪৬%	৩.১৩%	০.৪৫%	১৩.৪৫%	০.০০%	১০০%	১৯৪.৬১%
জাতীয় পার্টি	১	৪	০	০	১	০	১১	মোট ১২টি
	৯.০৯%	৩৬.৩৬%	০.০০%	০.০০%	৯.০৯%	০.০০%	১০০%	১০৯.০৯%
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	১	২	০	০	১	০	৩	মোট ৮টি
	৩৩.৩৩%	৬৬.৬৭%	০.০০%	০.০০%	৩৩.৩৩%	০.০০%	১০০%	২৬৬.৬৬%
স্বতন্ত্র	১০	২৭	৫	২	৮	১	৬২	মোট ৮৩টি
	১৬.১৩%	৪৩.৫৪%	৮.০৬%	৩.২৩%	১২.৯০%	১.৬১%	১০০%	১৩৩.৮৭%
সর্বমোট	**২০**	**১২১**	**১২**	**৩**	**৪০**	**১**	**২৯৯**	**মোট ৫৩৭টি**
	৬.৬৯%	**৪০.৪৭%**	**৪.০১%**	**১.০০%**	**১৩.৩৮%**	**০.৩৩%**	**১০০%**	**১৭৯.৫৯%**

- নবনির্বাচিত ২৯৯ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ২০ জনের (৬.৬৯%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে, অতীতে মামলা ছিল ১২১ জনের (৪০.৪৭%) বিরুদ্ধে, অতীত ও বর্তমানে উভয় সময়ে মামলা ছিল বা রয়েছে এমন সংসদ সদস্যের সংখ্যা ১২ জন (৪.০১%)। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা আছে ৩ জনের (১.০০%) বিরুদ্ধে, অতীতে ছিল ৪০ জনের (১৩.৩৮%), উভয় সময়ে আছে বা ছিল ১ জনের (০.৩৩%) বিরুদ্ধে।
- দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৯৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৮৫ জনের (৯.৫১%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৩৩৮ জনের (১৭.৩৮%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৭৭ জনের (৩.৯৬%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল এবং বর্তমানেও আছে। ৩০২ ধারার মামলার ক্ষেত্রে ২১

জনের (১.০৮%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৭৭ জনের (৩.৯৬%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৩ জনের (০.১৫%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল এবং বর্তমানেও আছে।

- প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বর্তমান মামলার হার হ্রাস পেলেও (৯.৫১% এর স্থলে ৬.৮৯%) অতীত মামলার ক্ষেত্রে তা বৃদ্ধি পেয়েছে (১৭.৩৮% এর স্থলে ৪০.৮৭%)। উভয় সময়ের মামলাও প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে (৩.৯৬% এর স্থলে ৪.০১%)। ৩০২ ধারার মামলার ক্ষেত্রেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বর্তমান মামলার হার সামান্য হ্রাস পেয়েছে (১.০৮% স্থলে ১.০০%) এবং অতীত মামলার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে (৩.৯৬% এর স্থলে ১৩.৩৮%)। উভয় সময়ের ৩০২ ধারার মামলাও প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে (০.১৫% এর স্থলে ০.৩৩%)।
- একাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ৭% বিরুদ্ধে বর্তমান মামলা থাকলেও দ্বাদশ জাতীয় সংসদে তা ৬.৬৯%। অতীত ও উভয় সময়ে মামলার ক্ষেত্রে তা যথাক্রমে ৪১% এর স্থলে ৪০.৪৭ এবং ৫.৩৩% এর স্থলে ৪.০১%। ৩০২ ধারার মামলার ক্ষেত্রে একাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ১.৩৩% বিরুদ্ধে বর্তমান মামলা থাকলেও দ্বাদশ জাতীয় সংসদে তা ১.০০%। অতীত ও উভয় সময়ে মামলার ক্ষেত্রে তা যথাক্রমে ১১% এর স্থলে ১৩.৩৮% এবং ০.৬৬% এর স্থলে ০.৩৩%।
- একাদশ জাতীয় সংসদের তুলনায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদে মামলার হার বর্তমান, অতীত ও উভয় সময়ের মামলা ক্ষেত্রে মামলার সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।
- এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ও বিজয়ীদের মধ্যে সিংহভাগই ক্ষমতাসংশ্লিষ্ট হওয়ায় বর্তমান মামলার হার কম এবং তবে অতীত মামলার হার বেশি।

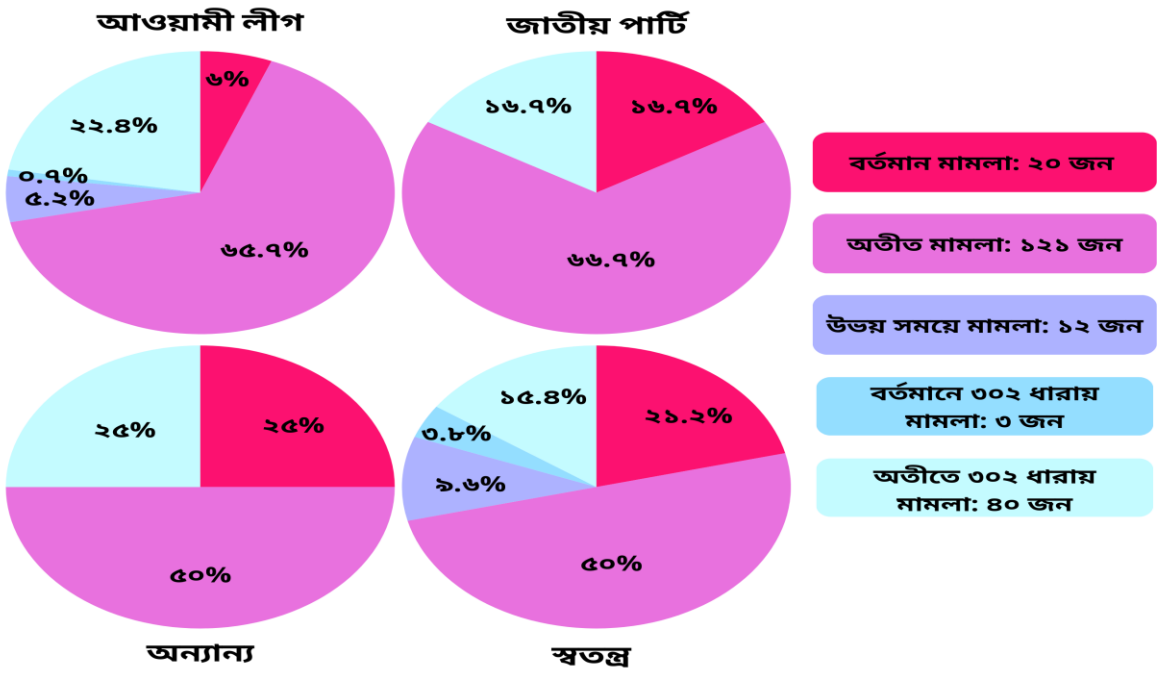

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য:

রাজনৈতিক দলের নাম	২ লাখের নীচে	২ লাখ ১ টাকা থেকে ৫ লাখ	৫ লাখ ১ টাকা থেকে ২৫ লাখ	২৫ লাখ ১ টাকা থেকে ৫০ লাখ	৫০ লাখ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট নির্বাচিত	মন্তব্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১	৫	৩৭	৪৩	৪৫	৮৯	৩	২২৩	
	০.৪৫%	২.২৪%	১৬.৫৯%	১৯.২৮%	২০.১৮%	৩৯.৯১%	১.৩৪%	১০০%	
জাতীয় পার্টি	০	০	২	৩	২	৪	০	১১	
	০.০০%	০.০০%	১৮.১৮%	২৭.২৭%	১৮.১৮%	৩৬.৩৬%	০.০০%	১০০%	
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	০	০	৩	০	০	০	০	৩	
	০.০০%	০.০০%	১০০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	১০০%	
স্বতন্ত্র	২	৮	২৫	৪	৪	১৮	১	৬২	
	৩.২৩%	১২.৯০%	৪০.৩২%	৬.৪৫%	৬.৪৫%	২৯.০৩%	১.৬১%	১০০%	
সর্বমোট	৩	১২	৬৭	৫০	৫১	১১১	৫	২৯৯	
	১.০০%	৪.০১%	২২.৪১%	১৬.৭২%	১৭.০৬%	৩৭.১২%	১.৬৭%	১০০%	

- নবনির্বাচিত ২৯৯ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে বাৎসরিক ৫ লাখ টাকা বা তার চেয়ে কম আয় করেন মাত্র ১৫ জন (৫.০১%)। আয়ের ঘর পূরণ না করা ৫ জনসহ এই হার দাঁড়ায় ৬.৬৯% (২০ জন)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে এই হার শতকরা ৪.০৩% (৯ জন) এবং স্বতন্ত্র থেকে নির্বাচিতদের মধ্যে এই হার ১৭.৭৪% (১১ জন)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গাইবান্ধা-৩ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য উম্মে কুলসুম স্মৃতির আয়ের ঘর ফাঁকা, ফেনী-১ থেকে নির্বাচিত আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর আয় ও অস্থাবর সম্পত্তির পৃষ্ঠা নেই এবং পাবনা-৪ থেকে নির্বাচিত গালিবুর রহমান শরীফের আয়ের ঘরে লিখা 'পরামর্শকের নির্ভর সম্ভাব্য আয়'। হবিগঞ্জ-১ থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত আমাতুল কিবরিয়া চৌধুরীর আয়ের ঘর ফাঁকা।
- নবনির্বাচিত ২৯৯ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে বাৎসরিক ১ কোটি টাকার বেশি আয় করেন ১১১ জন (৩৭.১২%)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে এই হার শতকরা ৩৯.৯১% (৮৯ জন), জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিতদের মধ্যে এই হার শতকরা ৩৬.৩৬% (৪ জন) এবং স্বতন্ত্র থেকে নির্বাচিতদের মধ্যে এই হার ২৯.০৩% (১৮ জন)।
- ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী ৫১.৫১% প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন মাত্র ৬.৬৯%। অপর দিকে বছরে কোটি টাকার অধিক আয়কারী ১২.৯৩% প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৩৭.১২%।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, স্বল্প আয়ের প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় অনেক কম হলেও, অধিক আয়কারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় অনেক বেশি।
- একাদশ জাতীয় সংসদে বছরে কোটি টাকার অধিক আয়কারীর শতকরা হার ২৬.৬৬% (৮০ জন) হলেও, দ্বাদশ জাতীয় সংসদে এই হার ৩৭.১২%; যা পূর্ববর্তী সংসদের তুলনায় ১০.৪৬% বেশি।
- বিশ্লেষণে একথা নিদ্বিধায় বলা যায় যে, জাতীয় সংসদে অধিক আয়কারীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নির্বাচিতদের মধ্যে শীর্ষ ১০ আয়কারী

ক্রম	নাম	আসন	রাজনৈতিক দল	হলফনামায় প্রদত্ত বার্ষিক আয়
১	গোলাম দস্তগীর গাজী	নারায়ণগঞ্জ-১	আওয়ামী লীগ	৮৩২,৯২৫,৩২৩
২	এস এ কে একরামুজ্জামান	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	স্বতন্ত্র	৫৪০,১৪২,২৭৬
৩	আবু জাফর মোহাম্মদ শফি উদ্দিন	কুমিল্লা-৮	আওয়ামী লীগ	৩৫২,৯৫১,৮২১
৪	সালমান ফজলুর রহমান	ঢাকা-১	আওয়ামী লীগ	২৫৩,১২১,২৭৩
৫	মোঃ নাসের শাহরিয়ার জাহেদী	ঝিনাইদহ-২	স্বতন্ত্র	১৯৬,০৯২,৫৪১
৬	আনোয়ার হোসেন খান	লক্ষীপুর-১	আওয়ামী লীগ	১৯০,৬৫০,৫৭৬
৭	গোলাম কিবরিয়া টিপু	বরিশাল-৩	জাতীয় পার্টি	১৮৮,০১১,৮৯২
৮	মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা	নরসিংদী-৩	স্বতন্ত্র	১৬৬,৮৪৫,৮৮১
৯	মোঃ খসরু চৌধুরী	ঢাকা-১৮	স্বতন্ত্র	১৬৬,৬০২,২৬৪
১০	কাজী নাবিল আহমেদ	যশোর-৩	আওয়ামী লীগ	১৪৩,৮৪৪,৯৮১

নির্বাচিতদের আয় বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ জন

(গত ৫ বছরে)

জাহিদ ফারুক
১.৬৭ কোটি (৩৬১০%)
আওয়ামী লীগ, বরিশাল-৫

বেনজীর আহমদ
৫.৩২ কোটি (২২৩৮%)
আওয়ামী লীগ, ঢাকা-২০

টিপু মুনশি
৫৩.৫৪ লক্ষ (২১৩১%)
আওয়ামী লীগ, রংপুর-৪

শেখ আফিল উদ্দিন
৭.৭৭ কোটি (১৬০৯%)
আওয়ামী লীগ, যশোর-১

আবুল হাসান মাহমুদ আলী
২.৯৯ কোটি (১১৮৮%)
আওয়ামী লীগ, দিনাজপুর-৪

ডা: সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল
৯.৮৭ লক্ষ (১১৩৪%)
আওয়ামী লীগ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১

আহমেদ ফিরোজ কবির
৪.৯৯ লক্ষ (১০৬০%)
আওয়ামী লীগ, পাবনা-২

শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ
৩.৬৬ লক্ষ (১০৫০%)
জাতীয় পার্টি, বগুড়া-২

এ কে এম মোস্তাফিজুর রহমান
৫.৩৫ লক্ষ (৭১১%)
জাতীয় পার্টি, কুড়িগ্রাম-১

আশেক উল্লাহ রফিক
৪.৭৭ লক্ষ (৬৬৮%)
আওয়ামী লীগ, কক্সবাজার-২

নির্বাচিতদের আয় বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ জন (বিগত ১৫ বছরে)

ক্রম	নাম	আসন	রাজনৈতিক দল	স্নস্ত্রস্ত্রস্ম শ্চল্পল্ল দ্ব ষ্ট	স্নস্ত্রস্নস্প্র শ্চল্পল্ল আয়	দ্ব ষ্ট ল্পল্প০ল্ম শ্নল্প্ল
১	নূর-ই-আলম চৌধুরী	মাদারীপুর-১	আওয়ামী লীগ	৪৪৮,০০০	৪৯,০৪০,৩৭০	**১০৮৪৭%**
২	সাধন চন্দ্র মজুমদার	নওগাঁ-১	আওয়ামী লীগ	৪৭৯,১৩৪	৩৯,৪২৩,২৫৬	**৮১২৮%**
৩	বেনজীর আহমদ	ঢাকা-২০	আওয়ামী লীগ	৬৮০,০০০	৫৩,২১৩,১৫০	**৭৭২৫%**
৪	মোঃ আব্দুল হাই	ঝিনাইদহ-১	আওয়ামী লীগ	১৭২,০০০	১০,১৯০,০০০	**৫৮২৪%**
৫	মির্জা আজম	জামালপুর-৩	আওয়ামী লীগ	৪৫৭,৭৮৫	২০,২১১,০৫৭	**৪৩১৫%**
৬	মোঃ ফরিদুল হক খান	জামালপুর-২	আওয়ামী লীগ	২০৫,৪২৭	৮,৭৪৮,৯৭১	**৪১৫৯%**
৭	জাহিদ ফারুক	বরিশাল-৫	আওয়ামী লীগ	৪০২,২৪২	১৬,৭৬০,৬৫৮	**৪০৬৭%**
৮	ডাঃ দীপু মনি	চাঁদপুর-৩	আওয়ামী লীগ	৩০০,০০০	১২,৩১০,২৭০	**৪০০৩%**
৯	আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন	জয়পুরহাট-২	আওয়ামী লীগ	৩৯৫,০০০	১৩,৮৬৫,৪৩৬	**৩৪১০%**
১০	নসরুল হামিদ	ঢাকা-৩	আওয়ামী লীগ	৮৬৮,৪৬৩	৩০,০১৩,০২২	**৩৩৫৬%**

প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ব্যক্তিদের আয় বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ জন (বিগত ৫ বছরে)

প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ব্যক্তিদের আয় বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ জন (বিগত ১৫ বছরে)

ক্রম	নাম	আসন	রাজনৈতিক দল	বর্তমান	২০০৮ সালে আয়	২০২৪ সালে আয়	আয় বৃদ্ধির হার
১	সাধন চন্দ্র মজুমদার	নওগাঁ-১	আওয়ামী লীগ	মন্ত্রী	৪৭৯,১৩৪	৩৯,৪২৩,২৫৬	**৮১২৮%**
২	মো. ফরিদুল হক খান	জামালপুর-২	আওয়ামী লীগ	মন্ত্রী	২০৫,৪২৭	৮,৭৪৮,৯৭১	**৪১৫৯%**
৩	জাহিদ ফারুক	বরিশাল-৫	আওয়ামী লীগ	প্রতিমন্ত্রী	৪০২,২৪২	১৬,৭৬০,৬৫৮	**৪০৬৭%**
৪	ডাঃ দীপু মনি	চাঁদপুর-৩	আওয়ামী লীগ	মন্ত্রী	৩০০,০০০	১২,৩১০,২৭০	**৪০০৩%**
৫	নসরুল হামিদ	ঢাকা-৩	আওয়ামী লীগ	প্রতিমন্ত্রী	৮৬৮,৪৬৩	৩০,০১৩,০২২	**৩৩৫৬%**
৬	মো. আব্দুস শহীদ	মৌলভীবাজার-৪	আওয়ামী লীগ	মন্ত্রী	২৫৯,০০০	৬,৬৬২,২৩১	**২৪৭২%**
৭	জুনাইদ আহমেদ পলক	নাটোর-৩	আওয়ামী লীগ	প্রতিমন্ত্রী	২০২,০০০	৫,০৮৯,৩৯৫	**২৪২০%**
৮	নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন	নরসিংদী-৪	আওয়ামী লীগ	মন্ত্রী	৯০৭,৩০০	১৮,৬৫৬,৭২১	**১৯৫৬%**
৯	জাহাঙ্গীর কবির নানক	ঢাকা-১৩	আওয়ামী লীগ	মন্ত্রী	৯৪৩,৪৮৬	১৭,৬৫৭,২০০	**১৭৭১%**
১০	খালিদ মাহমুদ চৌধুরী	দিনাজপুর-২	আওয়ামী লীগ	প্রতিমন্ত্রী	১৮৭,৪০০	৩,৩৮৯,২৭৬	**১৭০৯%**

বিশ্লেষণ | নির্বাচিতদের দলভিত্তিক আয়ের তুলনামূলক চিত্র

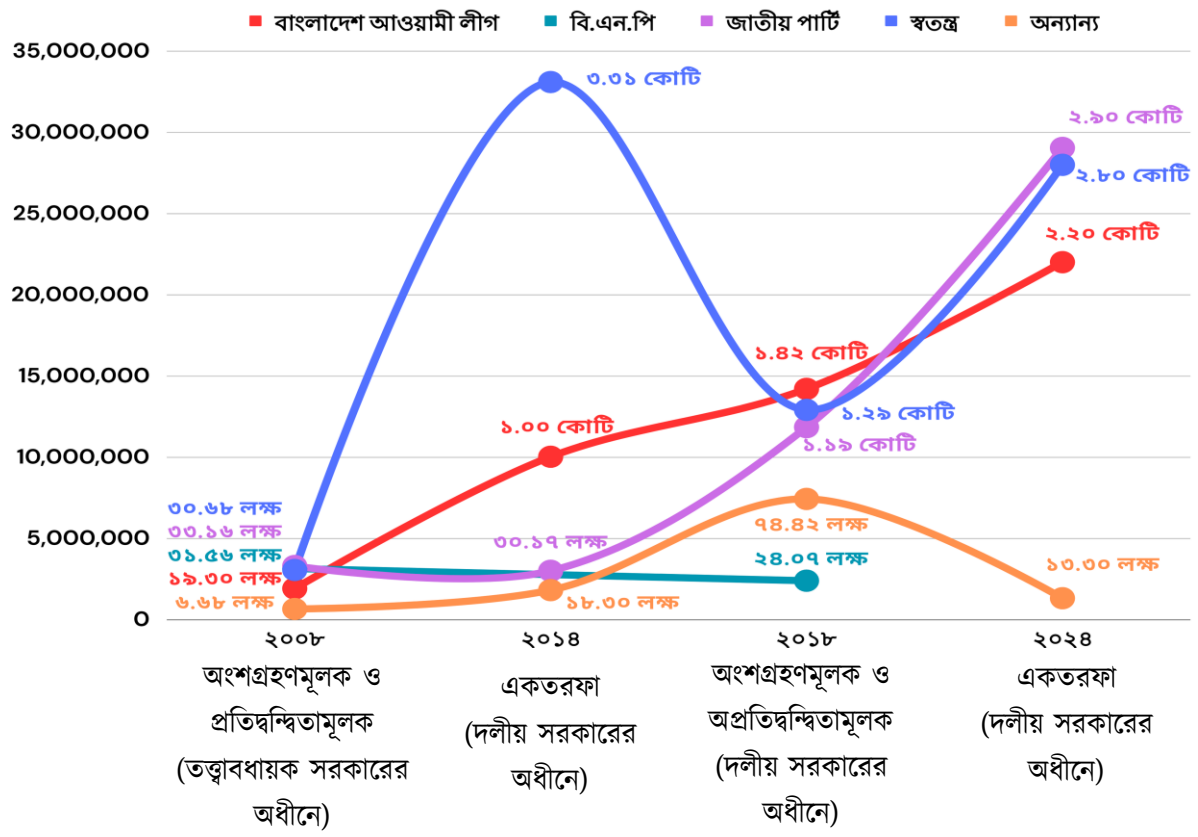

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

রাজনৈতিক দলের নাম	৫ লাখের নিচে	৫ লাখ থেকে ২৫ লাখ টাকা	২৫ লাখ ১ টাকা থেকে ৫০ লাখ	৫০ লাখ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট নির্বাচিত	মন্তব্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২	০	৫	২	৫৫	১৫৭	২	২২৩	
	০.৯০%	০.০০%	২.২৪%	০.৯০%	২৪.৬৬%	৭০.৪০%	০.৯০%	১০০%	
জাতীয় পার্টি	০	১	০	০	৩	৭	০	১১	
	০.০০%	৯.০৯%	০.০০%	০.০০%	২৭.২৭%	৬৩.৬৪%	০.০০%	১০০%	
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	০	০	০	০	২	১	০	৩	
	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	৬৬.৬৭%	৩৩.৩৩%	০.০০%	১০০%	
স্বতন্ত্র	০	৬	৭	৫	১৬	২৮	০	৬২	
	০.০০%	৯.৬৮%	১১.২৯%	৮.০৬%	২৫.৮১%	৪৫.১৬%	০.০০%	১০০%	
সর্বমোট	**২**	**৭**	**১২**	**৭**	**৭৬**	**১৯৩**	**২**	**২৯৯**	
	০.৬৭%	**২.৩৪%**	**৪.০১%**	**২.৩৪%**	**২৫.৪২%**	**৬৪.৫৫%**	**০.৬৭%**	**১০০%**	

- নবনির্বাচিত ২৯৯ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ২৬৯ জনের (৮৯.৯৭%) সম্পদ কোটি টাকার উপরে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে এই হার শতকরা ৯৫.০৬% (২১২ জন), জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিতদের মধ্যে এই হার শতকরা ৯০.৯১% (১০ জন), অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে ১০০% (৩ জন) এবং স্বতন্ত্র থেকে নির্বাচিতদের মধ্যে এই হার ৭০.৯৬% (৪৪ জন)।
- নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যের মধ্যে ২৫ লাখ টাকার কম সম্পদের মালিক রয়েছে ৯ জন (৩.০১%)। সম্পদের ঘর পূরণ না করা ২ জনসহ ৩.৬৭% (১১ জন)।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৩৬.৪৫% কোটিপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৮৯.৯৬%। পক্ষান্তরে ২৫ লাখ টাকা ও তার কম মূল্যের সম্পদের মালিক ৪৩.৮৫% নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৩.৬৭%। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় স্বল্প সম্পদের অধিকারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার যথেষ্ট কম এবং অধিক সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় অনেক বেশি।
- একাদশ জাতীয় সংসদে কোটিপতির শতকরা হার ছিল ৮২.৩৩% (২৪৭ জন) হলেও, দ্বাদশ জাতীয় সংসদে এই হার ৮৯.৯৭% (২৬৯ জন); যা পূর্ববর্তী সংসদের তুলনায় ৭.৬৪% বেশি। একথা নির্দিদ্বধায় বলা যায় যে, জাতীয় সংসদে অধিক সম্পদের অধিকারীদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বাড়ছে।
- উল্লেখ্য, এখানে সম্পদের যে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে সম্পদের প্রকৃত চিত্র উঠে আসে না। কেননা, অনেক প্রার্থীই সম্পদের মূল্য উল্লেখ না করায় আর্থিক মূল্যে সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হয়না। অপরদিকে বর্তমান বাজারমূল্য উল্লেখ না করার কারণেও সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা যায় না। আমরা অনেক আগে থেকেই নির্বাচন কমিশনের কাছে ছকটি পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে আসছি।

নির্বাচিতদের মধ্যে শীর্ষ ১০ সম্পদশালী

ক্রম	নাম	আসন	রাজনৈতিক দল	২০২৪ সালে সম্পদ
১	গোলাম দস্তগীর গাজী	নারায়ণগঞ্জ-১	আওয়ামী লীগ	১৪,৫৭৭,০৬৩,৩২৫
২	এস এ কে একরামুজ্জামান	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	স্বতন্ত্র	৪,৯৭৬,৩৭০,৭৮১
৩	আবু জাফর মোহাম্মদ শফি উদ্দিন	কুমিল্লা-৮	আওয়ামী লীগ	৩,৭২২,৯৪০,৫০৭
৪	সালমান ফজলুর রহমান	ঢাকা-১	আওয়ামী লীগ	৩,৫৩৯,৪৭৫,৮০৬
৫	আব্দুল মমিন মন্ডল	সিরাজগঞ্জ-৫	আওয়ামী লীগ	৩,৪২৪,৭৪৬,২৯৭
৬	মোহাম্মদ সাইদ খোকন	ঢাকা-৬	আওয়ামী লীগ	২,৩৭৭,৯৩০,৫৭১
৭	মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা	নরসিংদী-৩	স্বতন্ত্র	১,৯২৬,৮৪৭,২১০
৮	আব্দুস সালাম মূর্শেদী	খুলনা-৪	আওয়ামী লীগ	১,৮১১,৯৩০,৪৬৬
৯	আনোয়ার হোসেন খান	লক্ষীপুর-১	আওয়ামী লীগ	১,৭৬৫,৩৫০,৩৯২
১০	মোরশেদ আলম	নোয়াখালী-২	আওয়ামী লীগ	১,৭৪৩,৪৪৩,৯৬৬

নির্বাচিতদের সম্পদ বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ জন (বিগত ৫ বছরে)

নির্বাচিতদের সম্পদ বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ জন (বিগত ১৫ বছরে)

ক্রম	নাম	আসন	রাজনৈতিক দল	২০০৮ সালে সম্পদ	২০২৪ সালে সম্পদ	সম্পদ বৃদ্ধির হার
১	নূর-ই-আলম চৌধুরী	মাদারীপুর-১	আওয়ামী লীগ	৬,২৭০,৪৭৩	৬০৭,৯৯৭,০৯৫	**৯৫৯৬%**
২	মির্জা আজম	জামালপুর-৩	আওয়ামী লীগ	১০,১৯৩,৪০৫	৯৫২,০০০,৮৪৩	**৯২৩৯%**
৩	খালিদ মাহমুদ চৌধুরী	দিনাজপুর-২	আওয়ামী লীগ	৫৬৯,৮০০	৫৩,১২৭,৩৬৯	**৯২২৪%**
৪	আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন	জয়পুরহাট-২	আওয়ামী লীগ	১,৪৫৪,০০০	১০৭,১১৫,৬২৬	**৭২৬৭%**
৫	জুনাইদ আহমেদ পলক	নাটোর-৩	আওয়ামী লীগ	১,১৪৬,০০০	৮১,২৯৩,৮০৩	**৬৯৯৪%**
৬	সাধন চন্দ্র মজুমদার	নওগাঁ-১	আওয়ামী লীগ	১,৮৩৮,৮৩৯	১০২,৩১৮,৬৬০	**৫৪৬৪%**
৭	মোঃ কামরুল ইসলাম	ঢাকা-২	আওয়ামী লীগ	১,২১৬,৬০০	৫২,৯৬০,০২৪	**৪২৫৩%**
৮	আনোয়ারুল আশরাফ খান	নরসিংদী-২	আওয়ামী লীগ	৩,১৯৪,৮৩৫	১১৯,৮৪৪,২৯৭	**৩৬৫১%**
৯	আবুল হাসান মাহমুদ আলী	দিনাজপুর-৪	আওয়ামী লীগ	৪,৫২৫,০৪৮	১৬০,৩১৩,৪৭৮	**৩৪৪৩%**
১০	মোঃ শফিকুল ইসলাম	সিরাজগঞ্জ-৪	আওয়ামী লীগ	৬২০,০০০	১৯,৪৬৩,৬৭৭	**৩০৩৯%**

বিশ্লেষণ | নির্বাচিতদের দলভিত্তিক সম্পদের তুলনামূলক চিত্র

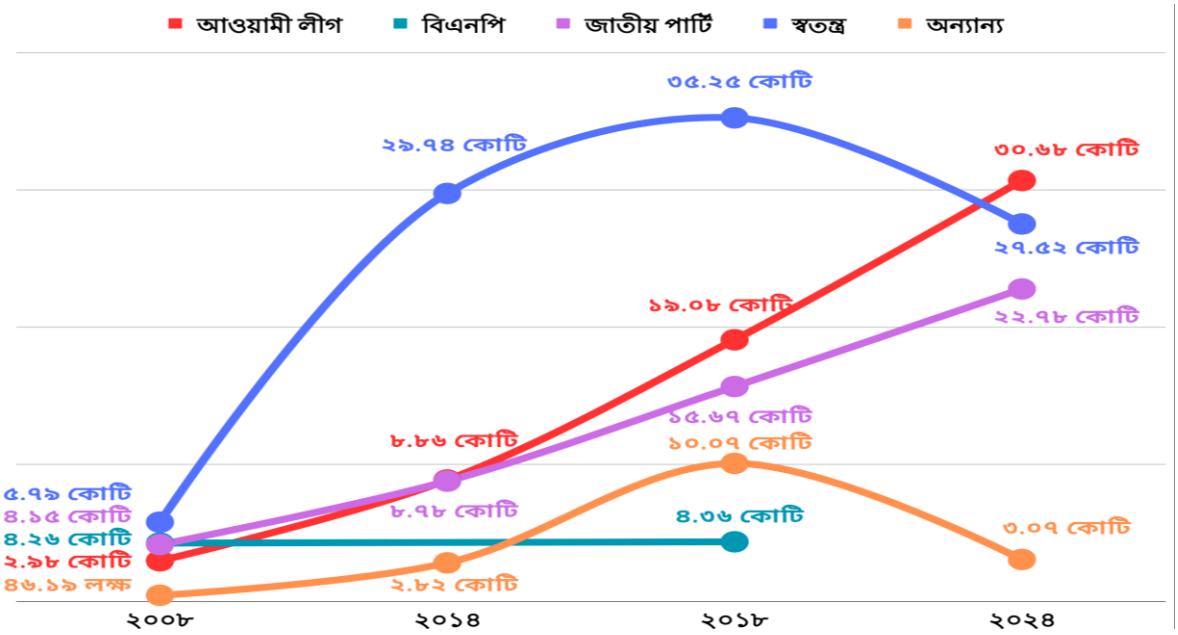

অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক (তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে)

একতরফা (দলীয় সরকারের অধীনে)

অংশগ্রহণমূলক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক (দলীয় সরকারের অধীনে)

একতরফা (দলীয় সরকারের অধীনে)

বিশ্লেষণ | নির্বাচিতদের নিট সম্পদ ও বৃদ্ধির হার (বিগত ১৫ বছরে)

ক্রম	নাম	আসন	রাজনৈতিক দল	২০০৮ সালে নিট আয়	২০২৪ সালে নিট আয়	নিট আয় বৃদ্ধির হার
১	নূর-ই-আলম চৌধুরী	মাদারীপুর-১	আওয়ামী লীগ	৪৪৮,০০০	৪৯,০৪০,৩৭০	**১০৮৪৭%**
২	সাধন চন্দ্র মজুমদার	নওগাঁ-১	আওয়ামী লীগ	৪৭৯,১৩৪	৩৯,৪২৩,২৫৬	**৮১২৮%**
৩	বেনজীর আহমদ	ঢাকা-২০	আওয়ামী লীগ	৬৮০,০০০	৫৩,২১৩,১৫০	**৭৭২৫%**
৪	মো. আব্দুল হাই	ঝিনাইদহ-১	আওয়ামী লীগ	১৭২,০০০	১০,১৯০,০০০	**৫৮২৪%**
৫	মির্জা আজম	জামালপুর-৩	আওয়ামী লীগ	৪৫৭,৭৮৫	২০,২১১,০৫৭	**৪৩১৫%**
৬	মো. ফরিদুল হক খান	জামালপুর-২	আওয়ামী লীগ	২০৫,৪২৭	৮,৭৪৮,৯৭১	**৪১৫৯%**
৭	জাহিদ ফারুক	বরিশাল-৫	আওয়ামী লীগ	৪০২,২৪২	১৬,৭৬০,৬৫৮	**৪০৬৭%**
৮	ডাঃ দীপু মনি	চাঁদপুর-৩	আওয়ামী লীগ	৩০০,০০০	১২,৩১০,২৭০	**৪০০৩%**
৯	আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন	জয়পুরহাট-২	আওয়ামী লীগ	৩৯৫,০০০	১৩,৮৬৫,৪৩৬	**৩৪১০%**
১০	নসরুল হামিদ	ঢাকা-৩	আওয়ামী লীগ	৮৬৮,৪৬৩	৩০,০১৩,০২২	**৩৩৫৬%**

বিশ্লেষণ | নির্বাচিতদের দলভিত্তিক নিট সম্পদের তুলনামূলক চিত্র

রাজনৈতিক দল	নবম জাতীয় নির্বাচন-২০০৮	দশম জাতীয় নির্বাচন-২০১৪	একাদশ জাতীয় নির্বাচন-২০১৮	দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন-২০২৪
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১,৫০,১৮,৩২৭	-১৪,৯৪,২৭৩	৬,৭২,১৭,০৮১	১০,৯০,৭৬,৪৮৫
বিএনপি	৩,০২,৭২,৫৯০	নির্বাচন বর্জন করেছে	৪,১৭,৯০,৪০৩	নির্বাচন বর্জন করেছে
জাতীয় পার্টি	-১৬,১১,৬২,৩৩২	৭,৩২,৪২,৭৬৫	-৭,৬৮,৬০,০৭৬	-৫৫,০৭,০১,৫৯৬
স্বতন্ত্র	৫,৭৯,০৪,৫১৩	১,৬০,৯২,৫৬৭	২৫,৭৮,২২,৭২৬	-১৪,৭৪,৫২,৭১০
অন্যান্য দল	৩৮,২৯,৮৫৮	২,৭৪,৩৪,৭৬৪	১০,০৫,৭৬,৩০১	৩,০৬,৯৬,৩৫১

৬. ঋণ ও দায়-দেনা সংক্রান্ত তথ্য

রাজনৈতিক দলের নাম	৫ লাখের নীচে	৫ লাখ থেকে ২৫ লাখ টাকা	২৫ লাখ ১ টাকা থেকে ৫০ লাখ	৫০ লাখ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট ঋণ গ্রহীতা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬	১৫	১০	১৮	৩০	২৬	১০৫	**২২৩**	
	২.৬৯%	৬.৭৩%	৪.৪৮%	৮.০৭%	১৩.৪৫%	১১.৬৬%	৪৭.০৮%	**১০০%**	
জাতীয় পার্টি	১	০	১	১	১	২	৬	**১১**	
	৯.০৯%	০.০০%	৯.০৯%	৯.০৯%	৯.০৯%	১৮.১৮%	৫৪.৫৪%	**১০০%**	
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	০	০	০	১	১	০	২	**৩**	
	০.০০%	০.০০%	০.০০%	৩৩.৩৩%	৩৩.৩৩%	০.০০%	৬৬.৬৭%	**১০০%**	
স্বতন্ত্র	০	১	৩	২	৭	৮	২১	**৬২**	
	০.০০%	১.৬১%	৪.৮৪%	৩.২৩%	১১.২৯%	১২.৯০%	৩৩.৮৭%	**১০০%**	
সর্বমোট	**৭**	**১৬**	**১৪**	**২২**	**৩৯**	**৩৬**	**১৩৪**	**২৯৯**	
	২.৩৪%	৫.৩৫%	৪.৬৮%	৭.৩৬%	১৩.০৪%	১২.০৪%	**৪৪.৮১%**	**১০০%**	

- নবনির্বাচিত ২৯৯ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৩৪ জনের (৪৪.৮১%) ঋণ ও দায়-দেনা রয়েছে।
- ১৩৪ জন দেনাদারের মধ্যে কোটি টাকার অধিক দায়-দেনা রয়েছে ৭৫ জনের (৫৫.৯৭%)।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১০.৪৮% দেনাদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৪৪.৮১%।
- একাদশ জাতীয় সংসদে দেনাদারের শতকরা হার ১৩.৩৩% (৪৩ জন) হলেও, দ্বাদশ জাতীয় সংসদে এই হার ৪৪.৮১%।
- নির্বাচিতদের মধ্যে দেনাদারের হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

উল্লেখ্য, দায়-দেনা ও ঋণের ক্ষেত্রে ২১ জন ঋণের ঘরে তথ্য প্রদান করেছেন; যা দায়-দেনাতে উল্লেখ নেই। এদের মধ্যে ১১জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে এবং ১০ জন স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত।

বিশ্লেষণ | নির্বাচিতদের দলভিত্তিক দায়-দেনার তুলনামূলক চিত্র

[illegible]	নবম জাতীয় নির্বাচন-২০০৮	দশম জাতীয় নির্বাচন-২০১৪	একাদশ জাতীয় নির্বাচন-২০১৮	দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন-২০২৪
[illegible]	৭০,৩৩,০১৯	২,৭২,৯৫,৫৫২	১০,৩৫,১৯,৬৭১	১৫,৮৭,১২,১৮২
[illegible]	১,২০,৯৭,৯৭০	নির্বাচন বর্জন করেছে	৬৪,৮১,৪১৯	নির্বাচন বর্জন করেছে
[illegible]	১,৫৫,৭০,৪৮৪	৩৯,৭৬৬,৪১৭	২,৪২,১৮,১৩৬	১৬,২৮,৮০,৩৬১
[illegible]	৪৫,৮২,২৭৬	২৪,৩৯,০৯,০২৪		২৮,৭২,৫৮,৯০৬
[illegible]	১৪,৪৭,৯৩১	৭২,৬৬,৪৭১	১,৩৪,৪৩,৮২৭	১,৩০,০০,০০০

৭. আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

রাজনৈতিক দলের নাম	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লাখ টাকা	১ লাখ ১ টাকা থেকে ৫ লাখ টাকা	৫ লাখ ১ থেকে ১০ লাখ টাকা	১০ লাখ টাকার উপরে	মোট কর প্রদানকারী	মোট নির্বাচিত
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫	২	১১	৭	৫২	২১	৮০	১৭৮	২২৩
	২.২৪%	০.৯০%	৪.৯৩%	৩.১৪%	২৩.৩২%	৯.৪২%	৩৫.৮৭%	৭৯.৮২%	১০০%
জাতীয় পার্টি	০	০	১	১	১	১	১	৫	১১
	০.০০%	০.০০%	৯.০৯%	৯.০৯%	৯.০৯%	৯.০৯%	৯.০৯%	৪৫.৪৫%	১০০%
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	০	০	০	০	১	০	০	১	৩
	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	৩৩.৩৩%	০.০০%	০.০০%	৩৩.৩৩%	১০০%
স্বতন্ত্র	৫	৩	৫	৪	১৪	১	১৪	৪৬	৬২
	৮.০৬%	৪.৮৪%	৮.০৬%	৬.৪৫%	২২.৫৮%	১.৬১%	২২.৫৮%	৭৪.১৯%	১০০%
সর্বমোট	১০	৫	১৭	১২	৬৮	২৩	৯৫	২৩০	২৯৯
	৩.৩৪%	১.৬৭%	৫.৬৯%	৪.০১%	২২.৭৪%	৭.৬৯%	৩১.৭৭%	৭৬.৯২%	১০০%

- নবনির্বাচিত ২৯৯ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর হার ৭৬.৯২% (২৩০ জন)।
- ২৩০ জন আয়কর প্রদানকারীদের মধ্যে ১০ লক্ষাধিক টাকার অধিক আয়কর প্রদানকারী সংসদ সদস্যের সংখ্যা ৯৫ জন (৩১.৭৭%)।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৪৭.০৪% আয়কর প্রদানকারী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৭৬.৯২%। অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় আয়কর প্রদানকারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার অধিক।
- একাদশ জাতীয় সংসদে করদাতার শতকরা হার ৬৩% (১৮৯ জন) হলেও, দ্বাদশ জাতীয় সংসদে এই হার ৭৬.৯২%; যা পূর্ববর্তী সংসদের তুলনায় ১৩.৯২% বৃদ্ধি পেয়েছে।

নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের হলফনামার তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে মানুষ জানতে পারবে কী ধরনের প্রার্থী দ্বাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হলেন।

বিশ্লেষণ | নির্বাচিতদের আয়কর প্রদানের তথ্য

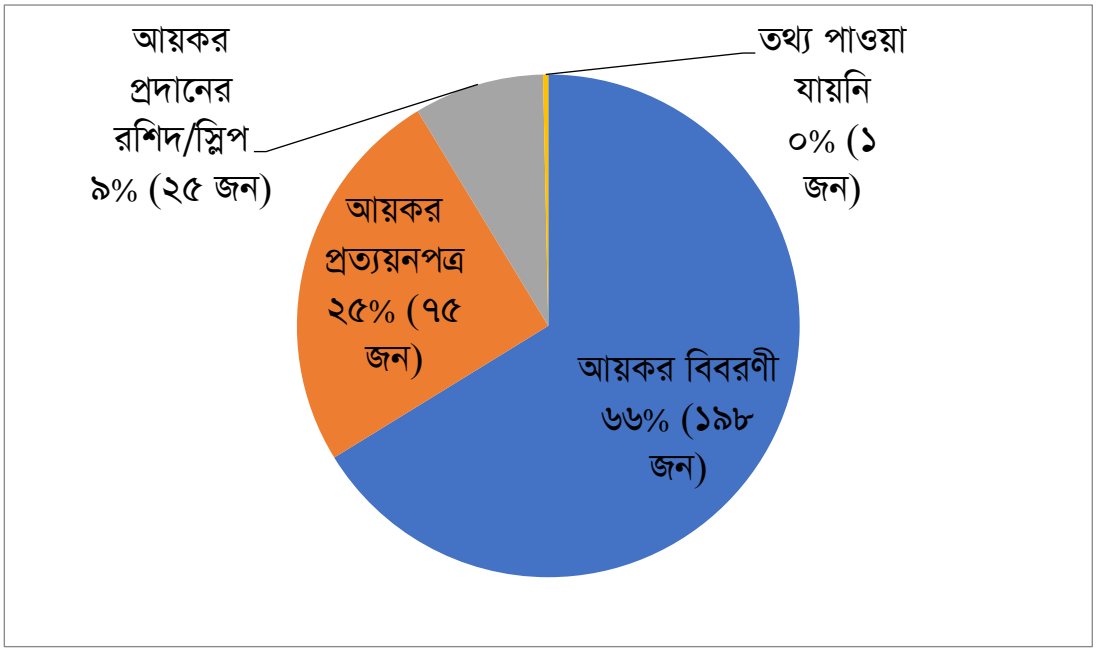

কেমন হলো নির্বাচন?

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ না হলেও অন্যান্য নির্বাচনের মতো এই নির্বাচনের ওপরও আমাদের দৃষ্টি ছিল। তবে সুজন গতানুগতিকভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে না, পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে। আমরা কখনও নিজেদের চোখ দিয়ে, কখনও গণমাধ্যমের দৃষ্টিতে, কখনও অন্যান্য অংশীজনদের দৃষ্টিতে, কখনও পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে, কখনও রাজনীতিকদের দৃষ্টি দিয়ে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াকে দেখেছি।

প্রথমেই আমরা দেখে নিতে চাই, এই নির্বাচন নিয়ে কারা কী মন্তব্য করেছেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার: ০৮ জানুয়ারি বিকেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, 'নির্বাচনটা সমাপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন রকম ধারণা ছিল, পক্ষে বিপক্ষে ক্যাম্পেইন ছিল। একটি গুরুত্বপূর্ণ দল ও সমমনা দলগুলো নির্বাচন বর্জন করেছে, জনগণকেও উদ্বুদ্ধ করেছে ভোটাধিকার প্রয়োগ না করার জন্য। সেটি একটি বিবেচ্য বিষয় ছিল। আমরা খুশি হতাম, যদি সব দল নির্বাচনে অংশ নিয়ে এটার সর্বজনীনতা যদি আরও বিস্তৃত হত, নির্বাচনটা আরও বেশি অংশগ্রহণমূলক ও উৎসবমুখর হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক, সেটা শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।'

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের দিন অনিয়মের যেসব অভিযোগ এসেছে, সেগুলো পর্যালোচনা করে 'খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা থাকলে' আমলে নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। নির্বাচনে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পড়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'কেউ যদি মনে করেন ভোট সঠিক হয়নি, ভোটে কারচুপি হয়েছে, ফলাফল প্রভাবিত হয়েছে, তাহলে সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগ 'উন্মুক্ত থাকবে'। তারা গেজেট প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে 'নালিশ' দায়ের করতে পারেন (*ইত্তেফাক*, ০৮ জানুয়ারি ২০২৪)'।

এর আগে ০৭ জানুয়ারি ভোটগ্রহণ শেষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে দাবি করেন কাজী হাবিবুল আউয়াল। তিনি বলেন, 'দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে কিছুটা চ্যালেঞ্জ থাকে। সরকারের যে উইল ছিল অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের, সেদিক থেকে সরকারের তরফ থেকে আন্তরিকতা ছিল, সহযোগিতা ছিল। সেই সহযোগিতা পেয়েছি বলেই দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। তবে আমি বলছি না নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'একটি বিষয় স্বস্তিদায়ক; নির্বাচনি সহিংসতায় কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। কিছু আহত হতে পারে। তবে কিছু জায়গায় অনিয়ম হয়েছে। কিছু জায়গায় সিল মারা হয়েছে। কিছু ফলস নিউজও (ভুয়া সংবাদ) এসেছিল। ক্রস চেক করে নিশ্চিত হওয়ার পর রিটার্নিং অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

তবে ০৭ জানুয়ারি ভোটগ্রহণ চলাকালে নির্বাচনে নিজের ভোট দেওয়ার পর সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল সাংবাদিকদের জানান, ভোটকেন্দ্রে নৌকার পোলিং এজেন্ট ছাড়া তিনি অন্য কারও এজেন্ট দেখতে পাননি। তিনি বলেন, 'আমি যেগুলো পেয়েছি, সবাই একই দলের। নৌকার পক্ষে বা ইয়ে.. পোলিংএজেন্ট। বাদবাকি প্রার্থীদের কোনো লোকজন দেখতে পাইনি (*প্রথম আলো*, ০৭ জানুয়ারি ২০২৪)।'

রাজনৈতিক দলের মন্তব্য

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: নির্বাচনের পর ০৮ জানুয়ারি বিকালে গণভবনে আয়োজিত সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'এবারের নির্বাচন একটা যুগান্তকারী ঘটনা। নির্বাচন নিয়ে এতো আগ্রহ আগে কখনো দেখিনি। দেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে। সব সময় চেষ্টা ছিল নির্বাচন সুষ্ঠু করার। আমার পথচলা সহজ ছিল না। তবু কখনো দমে যাইনি। নির্বাচন যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে পারে, তা প্রমাণিত হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নির্বাচন সুষ্ঠু করতে আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে সবকিছুই করেছে আওয়ামী লীগ। এবারের বিজয় জনগণের বিজয়। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলা হবে।' এক প্রশ্নের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিটি দলের নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে। সেখানে যদি কোনো দল নির্বাচনে অংশ না নেয়, তার মানে এই না যে গণতন্ত্র নেই। আপনাকে বিবেচনা করতে হবে মানুষ অংশ নিয়েছেন কি না (*সমকাল*, ০৮ জানুয়ারি ২০২৪)।'

০৮ জানুয়ারি রাজধানীতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বিএনপি-জামায়াত এবারও ব্যর্থ হয়েছে। তাদের সব ষড়যন্ত্রের জবাব ব্যালটের মাধ্যমে মানুষ দিয়ে দিয়েছে। বারবার নির্বাচন বর্জন করে বিএনপির জন্য এখন আগামী পাঁচ বছর অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই।'

তিনি বলেন, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, গণমাধ্যম, বিদেশি সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক–সবাই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছে। তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। এ নির্বাচন দেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় এক মাইলফলক হয়ে থাকবে, বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে আরও শক্তিশালী করবে। (*প্রথম আলো*, ০৮ জানুয়ারি ২০২৪)।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি): নির্বাচনের পরদিন ০৮ জানুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান বলেন, 'জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করে গণ রায় দিয়েছে, শেখ হাসিনার পদত্যাগের বিকল্প নেই। সুতরাং অবিলম্বে ৭ জানুয়ারির 'ডামি নির্বাচন' বাতিল করতে হবে এবং শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে।'

তিনি বলেন, '৭ জানুয়ারির 'ডামি নির্বাচন' জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ জন্য বিএনপিসহ গণতন্ত্রের পক্ষের ৬৩টি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় গণতন্ত্রকামী জনগণকে বীরোচিত অভিনন্দন জানাই। সারা দেশে এমন অসংখ্য কেন্দ্র ছিল, যেসব কেন্দ্রে সারা দিনে একটি ভোটও পড়েনি কিংবা হাতে গোনা কয়েকটি ভোট পড়েছে।' মঈন খানের দাবি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য আসনের ১৯৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৯টি কেন্দ্রে একটি ভোট পড়েনি। এটা প্রমাণ করে, ক্ষমতাসীন সরকার ও নির্বাচন কমিশন ভুয়া।

সরকার কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতির হার বাড়াতে অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল দাবি করে মঈন খান বলেন, 'আওয়ামী লীগ নিজেদের মধ্যে 'ডামি প্রার্থী' দাঁড় করিয়ে কৃত্রিম প্রতিযোগিতা করেও কেন্দ্রে ভোটারের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারেনি। এমনকি ভাতা কার্ডধারীদের হুমকি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে বাধ্যতামূলক ভোট প্রদানের আদেশ জারিসহ নানা পন্থা অবলম্বন করেও ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে নেওয়া যায়নি।'

মঈন খান বলেন, 'গণতন্ত্রকামী জনগণ বিশ্বাস করে, নির্বাচনে কোন প্রার্থীকে বিজয়ী কিংবা বিজিত ঘোষণা করা হবে, সবকিছুই থাকে পূর্বনির্ধারিত। এই সরকার আর এই নির্বাচন কমিশনকে বিশ্বাস করলে জনগণের ভোটকেন্দ্রে আসার কথা ছিল। কিন্তু জনগণ ভোট বর্জন করে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে দিয়েছে, এই সরকার আর এই নির্বাচন কমিশন সবই ভুয়া।' তিনি আরও বলেন, এই 'ডামি নির্বাচনের' মাধ্যমে শেখ হাসিনা কোনো সরকার গঠনের চেষ্টা করলে সেটি হবে 'গভর্নমেন্ট অব দ্য ডামি, বাই দ্য ডামি, ফর দ্য ডামি'। কিন্তু দেশের মানুষ পরনির্ভরশীল 'ডামি সরকার' নয়, জনগণ চায় তাদের ভোটে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী জবাবদিহিমূলক সরকার (*যুগান্তর*, ০৭ জানুয়ারি ২০২৪)।'

জাতীয় পার্টি: ০৮ জানুয়ারি সকালে রংপুর শহরে নিজ বাসভবনে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়নি। সার্বিকভাবে দেশের নির্বাচন ভাল হয়নি। আমরা এটি আশঙ্কা করেছিলাম। সরকার যেখানে চেয়েছে নির্বাচন নিরপেক্ষ করেছে, আবার যেখানে চেয়েছে তাদের প্রার্থীকে জিতিয়েছে। তাই এ কারণে নির্বাচনে কেউ আসতেও চায়নি। আন্তর্জাতিকভাবে এ নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পাবে কি না তা আমি বলতে পারছি না। তবে আমার মূল্যায়নে সরকারের নিয়ন্ত্রিত এ নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার কথা না।'

তিনি আরও বলেন, 'নির্বাচনে আমরা আশানুরূপ ফল পাইনি। সরকার মিডিয়ার মাধ্যমে বার বার প্রচার করেছে আমাদের আসন ছাড় দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ওই ২৬টি আসনে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র শক্তিশালী প্রার্থীকে রেখে দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে দল বহিষ্কার করেনি ও দলীয় লোকজন ওই প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছে। সকলের ধারণা আমরা আওয়ামী লীগের বি টিম হয়ে কাজ করছি। সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এটি প্রচার করে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে।'

জিএম কাদের বলেন, 'আমরা এ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করছি না। কারণ এটি করার মতো আমাদের অবস্থা নেই। নির্বাচনে অংশ নেওয়া ভুল হয়েছে কি সঠিক হয়েছে তা এখনই মূল্যায়ন করা যাবে না। সামনে দিনগুলোতে দেখে তারপর মূল্যায়ন করা হবে।'

তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ নিরপেক্ষ প্রশাসন, অস্ত্র-পেশি শক্তি ও অর্থের প্রভাবমুক্ত নির্বাচনের আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু তারা সেই কথা রাখেনি। নির্বাচনের রাত থেকে জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের হয়রানি-হামলা করা হয়েছে। নির্বাচনের দিন ১০টা থেকে ২টার মধ্যে সকল ভোটকেন্দ্র দখল করে জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের এজেন্টকে ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে নৌকায় সিল মেরেছে। এক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসন নীরব ছিল। আমরা অসহায় হয়ে পড়েছিলাম (*সমকাল*, ০৮ জানুয়ারি ২০২৪)।'

১৬ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে সমকালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জিএম কাদের বলেন, 'আমাদেরও অনেক ভালো করার কথা ছিল। কিন্তু জোর করে হারিয়ে দিয়েছে। এগুলোর প্রমাণ আছে। বিভিন্ন জায়গায় কীভাবে ভোটকেন্দ্র দখল করা হয়েছে, কীভাবে ব্যালটে জোর করে সিল মারা হয়েছে, কীভাবে ভোটারশূন্য কেন্দ্রে ঢুকে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা পোলিং অফিসাররা পর্যন্ত সিল মেরেছেন। রিটার্নিং কর্মকর্তাকে বলার পরও অ্যাকশনে যাননি। পুলিশকে বলার পর যারা বাধা দিতে গিয়েছে, তাদের মারধর করা হয়েছে। এগুলোর সাক্ষী আছে আমার কাছে।'

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি): বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) বলেছে, 'দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ফল দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। জনগণ এই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই এই নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফলের ওপর নির্ভর করে সরকার গঠনের নৈতিক অধিকার কারও নেই।' ৭ জানুয়ারি ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর এক বিবৃতিতে এসব কথা বলে সিপিবি।

সিপিবির সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলম ও সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স স্বাক্ষরিত উক্ত বিবৃতিতে বলা হয়, 'সরকারের জবরদস্তি, ভয়ভীতি ও লোভ-লালসা উপেক্ষা করে অধিকাংশ দেশবাসী ভোট বর্জন করায় তাদের অভিনন্দন। জনমত উপেক্ষা করে সরকার গঠিত হলে রাজনৈতিক সংকট তীব্র হবে (*প্রথম আলো*, ০৭ জানুয়ারি ২০২৪)।'

বাম গণতান্ত্রিক জোট: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেশের জনগণ বর্জন করেছে বলে দাবি করেছে বাম গণতান্ত্রিক জোট। এই নির্বাচনকে 'একতরফা', 'ডামি' ও 'প্রহসন' বলে অভিহিত করে তা বাতিল এবং নির্দলীয় সরকারের অধীন নতুন করে ভোট গ্রহণের দাবিও জানিয়েছে বাম জোট।

০৮ জানুয়ারি বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশে বাম জোটের নেতারা এসব দাবি জানান। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাম জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির।

বাম জোটের নেতারা সমাবেশে বলেন, 'ভোটের দিন দেশের বেশিরভাগ কেন্দ্র ছিল ফাঁকা। কেন্দ্রের সামনে ও ভেতরে আওয়ামী লীগের কর্মীরা ছাড়া ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই নগণ্য। অথচ নির্বাচন কমিশন বলেছে, দুপুর ১২টা ১০ মিনিট পর্যন্ত সারা দেশে ভোট পড়েছে মাত্র সাড়ে ১৮ শতাংশ এবং

বেলা ৩টা পর্যন্ত ভোট পড়ে ২৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ। ভোট শেষ হয় বিকেল চারটায়। সাত ঘণ্টায় যেখানে ভোট পড়ে মাত্র ২৭ শতাংশের কাছাকাছি, অথচ ১ ঘণ্টা পর ৪০ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।' ভোটের এই হারের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বাম জোটের নেতারা।

সরকারি দলের প্রার্থীদের জেতাতে যা যা করা দরকার, সবই করা হয়েছে বলেও অভিযোগ আনেন এই জোটের নেতারা। এই নির্বাচনে শিশুদের দিয়ে ভোট দেওয়ানো, আগে সিল দেওয়া ব্যালট দিয়ে বাক্স ভর্তি করা, সরকারের মন্ত্রীর প্রকাশ্যে ব্যালট পেপারে সিল মারা, জাল ভোট প্রদান, 'ডামি বিরোধী' প্রার্থীদের পোলিং এজেন্ট না থাকা, ভোটকেন্দ্র দখলে সরকারি সংস্থার ব্যবহার, ভোট না দিলে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতাভুক্ত ভাতা বন্ধের হুমকি, সন্ত্রাসীদের দিয়ে হুমকি প্রভৃতি ঘটনা ঘটেছে (*প্রথম আলো*, ০৮ জানুয়ারি ২০২৪)।'

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম): দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়নি বলে অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম)। দলটির পক্ষ হতে বলা হয়, নির্বাচনটি ক্ষমতাসীন দল ও তার দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকরা ভোট কারচুপির উৎসবে পরিণত করেছে।

১০ জানুয়ারি রাজধানীতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন দলটির মহাসচিব ড. শাহজাহান। লিখিত বক্তব্যে ড. শাহজাহান বলেন, 'সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিতে ভোটে অংশগ্রহণ করে বিএনএম। কিন্তু নির্বাচনের দিন সকাল ১০টা থেকে ১১টার পর থেকেই আমাদের অধিকাংশ প্রার্থীকে নির্বাচনি এলাকায় বিশেষ রাজনৈতিক দলের যারা একই ঘরানার আলাদা প্রার্থী হিসেবে পরিচিত, তাদের যার যেখানে দাপট খাটানোর মতো অবস্থা ছিল তারা সেখানে দাপট খাটাতে শুরু করে।' তিনি বলেন, 'নির্বাচনি দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্টদের সহায়তায় ব্যালট কেটে প্রিসাইডিং অফিসারদের বিশেষ কক্ষে নিজ নিজ বাক্স ভরতে শুরু করে, যা ক্রমেই ব্যাপক গতি সঞ্চার করে। একপর্যায়ে এটা তাদের জন্য ভোট কারচুপির উৎসবে পরিণত হয়। ফলে ভোটারদের ভোটদানে তেমন একটা অংশগ্রহণ না থাকলেও গণনায় বিশেষ দলের দলীয় বা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ব্যাপকভাবে এগিয়ে থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক (*বাংলা ট্রিবিউন*, ১০ জানুয়ারি ২০২৪)।'

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

"এবারের নির্বাচন একটা যুগান্তকারী ঘটনা। নির্বাচন নিয়ে এতো আগ্রহ আগে কখনো দেখিনি। দেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে।"
– শেখ হাসিনা, সভানেত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

"শেখ হাসিনা প্রমাণ করে দিয়েছেন স্বাধীন নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অধীনে কীভাবে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হয়। আর সকলে তা প্রত্যক্ষ করেছেন।"
– ওবায়দুল কাদের, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

"৭ জানুয়ারির 'ডামি নির্বাচন' জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ জন্য বিএনপিসহ গণতন্ত্রের পক্ষের ৬৩টি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় গণতন্ত্রকামী জনগণকে বীরোচিত অভিনন্দন জানাই।"– ড. আব্দুল মঈন খান, স্থায়ী কমিটির সদস্য, বিএনপি

জাতীয় পার্টি

"দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়নি। সার্বিকভাবে দেশের নির্বাচন ভাল হয়নি।... সরকার যেখানে চেয়েছে নির্বাচন নিরপেক্ষ করেছে, আবার যেখানে চেয়েছে তাদের প্রার্থীকে জিতিয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে এ নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পাবে কি না তা আমি বলতে পারছি না। তবে আমার মূল্যায়নে সরকারের নিয়ন্ত্রিত এ নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার কথা না।"– জিএম কাদের, চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)

"দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ফল দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। জনগণ এই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই এই নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফলের ওপর নির্ভর করে সরকার গঠনের নৈতিক অধিকার কারও নেই।"– সিপিবির সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলম ও সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মন্তব্য ও বার্তা

যুক্তরাষ্ট্র: বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ বা সুষ্ঠু হয়নি বলে মন্তব্য করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তর ০৮ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে এই প্রতিক্রিয়া জানায়।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণ এবং গণতন্ত্র, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে। যুক্তরাষ্ট্র লক্ষ করেছে, ৭ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিরোধী দলের হাজার হাজার সদস্যকে গ্রেপ্তার এবং নির্বাচনের দিন অনিয়মের খবরে উদ্বিগ্ন।'

পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, 'যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে একমত যে, এই নির্বাচন অবাধ বা সুষ্ঠু হয়নি। নির্বাচনে সব দল অংশগ্রহণ না করায় আমরা হতাশ।'

নির্বাচনকালীন সময়ে এবং এর আগের মাসগুলোতে যেসব সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, তার নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এসব সহিংসতার গ্রহণযোগ্য তদন্ত এবং দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় দেশটি। সব দলের প্রতি সহিংসতাকে পরিহার করারও আহ্বান জানায় ওয়াশিংটন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানায়, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে একটি অবাধ ও মুক্ত ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় (ইন্দো-প্যাসিফিক) অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করা, বাংলাদেশে মানবাধিকার সুরক্ষা ও নাগরিক সমাজের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখা এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (*প্রথম আলো*, ০৮ জানুয়ারি ২০২৪)।'

যুক্তরাজ্য: বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মানদণ্ড অনুযায়ী হয়নি বলে অভিমত দিয়েছে যুক্তরাজ্য। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ০৮ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে এ কথা বলেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'গণতান্ত্রিক নির্বাচন নির্ভর করে গ্রহণযোগ্য, অবাধ ও সুষ্ঠু প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপর। মানবাধিকার, আইনের শাসন ও যথাযথ প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান। নির্বাচনের সময় এসব মানদণ্ড ধারাবাহিকভাবে মেনে চলা হয়নি। ভোটের আগে বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন।'
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'সব দল নির্বাচনে অংশ নেয়নি। সে কারণে বাংলাদেশের মানুষের ভোট দেওয়ার যথেষ্ট বিকল্প ছিল না।' বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলের প্রতি মতভিন্নতা দূর করে জনগণের স্বার্থে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অভিন্ন পথ বের করার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাজ্য। এই প্রক্রিয়ায় সমর্থন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে দেশটি (*প্রথম আলো*, ০৯ জানুয়ারি ২০২৪)।'

চীন: ০৮ জানুয়ারি ঢাকার চীন দূতাবাস এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে তার দেশের (চীন) নেতাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ, সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, অখণ্ডতা রক্ষা ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপ মোকাবিলায় চীন সমর্থন করবে। 'ভিশন-২০৪১' এবং 'সোনার বাংলার স্বপ্ন' বাস্তবায়নে দেশটিকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (*প্রথম আলো*, ০৮ জানুয়ারি ২০২৪)।'

ভারত: ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআই এক এক্স বার্তায় গণভবনে শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার সাক্ষাতের বিষয়টি জানায়। এতে বলা হয়, এ সময় ভারতীয় হাইকমিশনার নির্বাচনে জয়লাভ করায় শেখ হাসিনাকে ভারত সরকার ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। শেখ হাসিনা সরকারের নতুন মেয়াদে ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় অংশীদারত্বের সম্পর্ক আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন প্রণয় ভার্মা।

নির্বাচনে জয়লাভ করায় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফোন করে অভিনন্দন জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক এক্স বার্তায় মোদি লিখেছেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলেছি এবং টানা চতুর্থবারের মতো সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে ইতিহাস সৃষ্টির জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছি (*প্রথম আলো*, ০৮ জানুয়ারি ২০২৪)।'

অস্ট্রেলিয়া: মানবাধিকার ও আইনের শাসনের সুরক্ষায় কাজ করা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তবে অস্ট্রেলিয়া সরকার মনে করে, এমন এক পরিবেশে নির্বাচন হয়েছে, যেখানে সব পক্ষ অর্থপূর্ণ এবং উল্লেযোগ্যভাবে অংশ নিতে পারেনি–তা দুঃখজনক। ১১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যবিষয়ক দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয়েছে। বিবৃতিতে বাংলাদেশে লাখ লাখ ভোটার নির্বাচনের দিন ভোট দিয়েছে উল্লেখ করে বিষয়টিকে স্বাগত জানানো হয়। তবে এতে নির্বাচন নিয়ে হতাশাও প্রকাশ করা হয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে সহিংসতা এবং বিরোধী দলের সদস্যদের গ্রেপ্তারের মতো যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা নিয়ে অস্ট্রেলিয়া উদ্বিগ্ন। অস্ট্রেলিয়া ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের কাছে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরেছে (প্রথম আলো, ১১ জানুয়ারি ২০২৪)।'

কানাডা: গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার যে নীতির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ৭ জানুয়ারির নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সেই নীতি পুরোপুরি মানা হয়নি উল্লেখ্য করে এতে হতাশা প্রকাশ করেছে কানাডা। ১০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে এক বিবৃতিতে এই হতাশার কথা জানিয়েছে কানাডার গ্লেবাল

অ্যাফেয়ার্স। একইসঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গণতন্ত্র, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও মৌলিক স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সব পক্ষের সঙ্গে স্বচ্ছভাবে কাজ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে তারা।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'একটি শক্তিশালী ও সুস্থ গণতন্ত্র নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর বিরোধী দলের অংশগ্রহণে সুষ্ঠু নির্বাচন, স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (*দ্য ডেইলি স্টার*, ১০ জানুয়ারি ২০২৪)।'

রাশিয়া, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, ফিলিপিন্স, নেপাল, পাকিস্তান, ব্রাজিল ও মরক্কো: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার ভিকেন্তিয়েভিচ মান্টিটাস্কিও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে গণভবনে দেখা করে অভিনন্দন জানান। প্রায় একই সময়ে শেখ হাসিনাকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জাপান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, আর্জেন্টিনা, ইন্দোনেশিয়া, রিপাবলিক অব কোরিয়া, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, মিশর, আলজেরিয়া, কুয়েত, লিবিয়া, ইরান, ইরাক, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ফিলিপিন্সের রাষ্ট্রদূতরা। এছাড়াও শুভেচ্ছা জানিয়ে 'অভিনন্দনপত্র' পাঠিয়েছেন ভুটানের চকুর্থ রাজা জিগমে সিগমে ওয়াংচুক, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি (*বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম*, ০৯ জানুয়ারি ২০২৪)। পরবর্তীতে আরও অনেক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানরা শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং এই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীকে জাতিসংঘ মহাসচিবের বার্তা: গত ১৮ জানুয়ারি ২০২৪, জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস আবারও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অভিনন্দন বার্তায় জাতিসংঘ মহাসচিব লেখেন, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে জাতিসংঘের কান্ট্রি টিমের মাধ্যমে আপনার সরকারের সঙ্গে কাজ করতে জাতিসংঘ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (*প্রথম আলো*, ২০ জানুয়ারি ২০২৪)।'

আন্তর্জাতিক সংস্থার মন্তব্য

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশন: বাংলাদেশের সদ্য নির্বাচিত সরকারের প্রতি গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বিষয়ে দেশের যে অঙ্গীকার, তা ফিরিয়ে আনতে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক। ০৮ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশে দ্বাদশ নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকদের ওপর সহিংসতা ও দমন-পীড়ন হওয়াটা পীড়াদায়ক বলে উল্লেখ করেছেন ফলকার টুর্ক। তিনি বলেছেন, 'এই নির্বাচন সামনে রেখে বিগত মাসগুলোতে বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে নির্বিচার আটক বা ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে। এ ধরনের কৌশলগুলো সত্যিকার অর্থে প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য সহায়ক নয়।'

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার বলেন, 'আমি সরকারের প্রতি বাংলাদেশের সব নাগরিকের মানবাধিকার যেন সম্পূর্ণভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়, তা নিশ্চিত করা এবং দেশে একটি সত্যিকার অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য আবশ্যক শর্তগুলো জোরদারের পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করছি (*প্রথম আলো*, ০৮ জানুয়ারি ২০২৪)।'

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ): বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান সব কটি রাজনৈতিক দল অংশ না নেওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। ইইউ'র পক্ষে ইউরোপের ২৭ দেশের এই জোটের উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি জোসেপ বোরেল ০৯ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি নির্বাচনে অনিয়মের যেসব খবর এসেছে, সেগুলোর সময়োচিত ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, ইইউ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচনের ফলাফল লক্ষ করেছে। একইসঙ্গে ইইউ-বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব যে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সে বিষয় পুনর্ব্যক্ত করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়, এই নির্বাচনে প্রধান সব রাজনৈতিক দল অংশ নেয়নি বলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন হতাশা ব্যক্ত করছে (*প্রথম আলো*, ১০ জানুয়ারি ২০২৪)।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি): দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে 'একপাক্ষিক' ও 'পাতানো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ' বলে আখ্যা দিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। নির্বাচন 'অবাধ হয়নি' এবং সেটি 'বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য অশনি সংকেত' বলেও মন্তব্য করে সংস্থাটি।

নির্বাচনের ৫০টি আসনের ওপর চালানো একটি গবেষণায় টিআইবি দেখতে পেয়েছে, সেখানে ৫১ শতাংশ কেন্দ্রে বুথ দখল, জাল ভোট প্রদান ও প্রকাশ্যে সিল মারার মতো ঘটনা ঘটেছে। সেইসঙ্গে, এসব আসনে ৫৫ দশমিক ১ শতাংশ কেন্দ্রে ভোটারদেরকে জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

১৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবির কার্যালয়ে 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে টিআইবি এসব তথ্য তুলে ধরে।

টিআইবি বলছে, 'নির্বাচন কমিশন কখনো অপারগ হয়ে, কখনো কৌশলে, একতরফা নিবাচনের এজেন্ডা বাস্তবায়নের অন্যতম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান একইভাবে সহায়ক ভূমিকায় ব্যবহৃত হয়েছে বা লিপ্ত থেকেছে। ৮৫ দশমিক ৭ শতাংশ আসনে নির্বাচনি বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, অনিয়ম প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসন নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। অথচ, নির্বাচনি বাজেটের অর্ধেকেরও বেশি পরিমাণ (৫৪ শতাংশ) অর্থ ব্যয় করা হয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য। এই খাতে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে থেকে নির্বাচন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা প্রচারে ব্যয় করেছেন গড়ে ২ কোটি ৮৬ লাখ টাকার বেশি। প্রচারের জন্য নির্ধারিত সময়ে এই ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় দেড় কোটি টাকা, যা নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নির্ধারিত সীমার ৬ গুণ বেশি (*বিবিসি বাংলা* ও *প্রথম আলো*, ১৭ জানুয়ারি ২০২৪)।

ভোট পড়ার হার নিয়েও টিআইবি প্রতিবেদনে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনে আরও যেসব অনিয়মের তথ্য উঠে এসেছে, তা হলো: বিধি লঙ্ঘন/আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ; সব দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত না করা; তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা; প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া; রিটার্নিং অফিসার/সহকারি রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক কার্যক্রমের অভিযোগ; সংবাদিক এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের কেন্দ্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বাধা প্রদান; ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা; বুথ দখল; প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত না করা; প্রতিপক্ষের ভোটারদের হুমকি বা ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া; ভোট গণনায় জালিয়াতি; ভোট ক্রয় (নগদ টাকা প্রদান, ভোটের দিন পরিবহণ খরচ বহন ও খাবার প্রদান) ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক সংস্থার মন্তব্য

ভারতীয় নির্বাচন কমিশন প্রতিনিধিদল: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী ভারতীয় নির্বাচন কমিশন প্রতিনিধি দল বলেছে, তারা বাংলাদেশিদের শান্তিপূর্ণভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেখেছে। ০৮ জানুয়ারি ভারতের নির্বাচন কমিশন তাদের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলের বিবৃতি প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, ভারতের নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার ধর্মেন্দ্র শর্মার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সফর করে।

প্রতিনিধি দলটি এক বিবৃতিতে জানায়, 'আমরা বেশ কয়েকটি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন এবং ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াটি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছি। আমরা দেখেছি বাংলাদেশের নাগরিকরা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের নির্বাচনী অধিকার প্রয়োগ করছেন।'

ভারতীয় নির্বাচন কমিশন প্রতিনিধি দল জানায়, 'বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আমাদের একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ এবং আমরা আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য উন্মুখ।'

কয়েকটি দেশের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল: বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে মনে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে ও জাপানের পর্যবেক্ষক দল। ০৮ জানুয়ারি সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রতিক্রিয়া জানায় দেশগুলোর নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল। মার্কিন সাবেক কংগ্রেসম্যান জিম বেটস, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিশ্লেষক টেরি এল ইজলে ও আমেরিকার দ্য হোয়াইট হাউস ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের (এনএসসি) চিফ অব স্টাফ আলেকজান্ডার বার্টন গ্রে পর্যবেক্ষক দলের নেতৃত্ব দেন।

পর্যবেক্ষক দল বলেছে, 'আমরা বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছি। গতকাল (রোববার) আমরা তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ঢাকা ও আশেপাশের এলাকায় মোট ২০টি ভোটকেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করেছি। সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে বিকাল ৪টায় শেষ হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই বাংলাদেশের ভোট হয়েছে। আমরা যে কেন্দ্রগুলো পর্যবেক্ষণ করেছি সেখানে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে আমরা দেখতে পেয়েছি, তাদের ভোট দিতে কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী বা দল দ্বারা ভোটারদের কোনো ভয়ভীতি দেখা যায়নি। এটা গণতন্ত্র ও ভোটাধিকারের জন্য ভালো ইঙ্গিত দেয় বলে মনে করছি।

০৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্যবেক্ষণের পর দক্ষিণ এশিয়া ডেমোক্রেটিক ফোরামের নির্বাহী পরিচালক ও সাবেক ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সংসদ সদস্য পাওলো কাসাকা জানান, দুই কারণে তিনি দুঃখিত ও মর্মাহত। তিনি বলেন, 'আমি মর্মাহত যে সহিংসতা এখনও ঘটছে। দ্বিতীয় যে কারণে আমি দুঃখিত সেটি হচ্ছে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য না হওয়া। এখানে ঐকমত্য হলে পূর্ণ অংশগ্রহণ হতো।' যারা নির্বাচন বয়কট করেছে তাদের দ্রুত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফিরে আসা উচিত বলে মনে করেন তিনি।

উল্লেখ্য, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং কানাডার কয়েকজন নাগরিক ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশে এসেছেন। এই তিন দেশ সরকারিভাবে কাউকে বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পাঠায়নি। ০৮ জানুয়ারি ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য মিশনের মুখপাত্র এবং কানাডা হাইকমিশন এক এক্স (সাবেক টুইটার) বার্তায় এ কথা জানায়।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মন্তব্য

বিবিসি: ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'বিতর্কিত এক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে টানা চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় বসলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে মোটামুটি ৪০ শতাংশের মতো ভোট পড়েছে। তবে সমালোচকদের অনেকে বলছেন, এই সংখ্যাটা বাড়িয়ে বলা হয়েছে। এর আগে ২০১৮ সালের নির্বাচনে ৮০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছিল।

এ ছাড়া, আওয়ামী লীগের বিজয়ে প্রায় (ডি ফ্যাক্টো) 'একদলীয়' শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানায় এই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম। পরবর্তী ও টানা চতুর্থ মেয়াদ শেষে ৮১ বছর বয়সী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উত্তরসূরি কে হবেন, সেটা নিয়ে অনিশ্চয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে বিবিসির প্রতিবেদনে।

আল-জাজিরা: নির্বাচনের পর কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার শিরোনাম ছিল 'ভোট পড়া নিয়ে বিতর্কের মধ্যে পঞ্চম মেয়াদে জয় পেলেন শেখ হাসিনা'। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত নভেম্বরের শুরুর দিকে বাংলাদেশের নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছিল। তখন নির্বাচন বর্জন করেছিল প্রধান বিরোধী দল। ওই সময়েই বোঝা গিয়েছিল নির্বাচনের ফল কী হবে।

বিশ্লেষকদের বরাতে আল-জাজিরার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, এই নির্বাচনকে ঘিরে একমাত্র আগ্রহের বিষয়টি ছিল ভোটের হার। পশ্চিমা সরকারগুলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের প্রতি একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনের জন্য চাপ অব্যাহত রেখেছিল। বিশ্লেষকদের বরাতে আল জাজিরা ৪০ শতাংশ ভোটের হার নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে।

সিএনএন: মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদনে বিএনপির নির্বাচন বর্জন, নির্বাচন ঘিরে সহিংসতা-নাশকতা, ভোটের নিম্ন হার এবং আওয়ামী লীগের বিজয়ের উল্লেখ করা হয়। সিএনএন বলছে, আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে সতর্ক করেছে মানবাধিকার সংস্থাগুলো।

সিএনএন আরও জানায়, মানবাধিকার সংস্থাগুলো সতর্ক করেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সরকার একটি একদলীয় সরকার ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমালোচকরা রাজনৈতিক সহিংসতা ও ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাত্রা বেড়ে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ডয়চে ভেলে: বাংলাদেশের নির্বাচন ঘিরে নানা ঘটনা নিয়ে একটি ভিডিও চিত্র প্রকাশ করেছে জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলে। 'বাংলাদেশের নির্বাচন: টানা চতুর্থ মেয়াদে জিতলেন শেখ হাসিনা' শিরোনামে ওই ভিডিও চিত্রে বলা হয়েছে, বিশ্বে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা নারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবার ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছেন। তাঁর দল আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। সবচেয়ে বড় বিরোধী দল বিএনপির বর্জন এবং সহিংসতার মধ্য দিয়ে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রয়টার্স: বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বিএনপির নির্বাচন বর্জনের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। তাদের প্রতিবেদন বলা হয়, নির্বাচনে ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী জয় পেয়েছেন। তাঁদের প্রায় সবাই আওয়ামী লীগের নেতা। এর অর্থ আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বলতে গেলে গ্রহণযোগ্য কোনো বিরোধী দল থাকবে না।

রয়টার্স তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, বেশিরভাগ বাংলাদেশি রোববারের সহিংসতাপূর্ণ নির্বাচন থেকে দূরে থেকেছেন। মানবাধিকার সংস্থার বরাতে রয়টার্স একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েমের আশঙ্কার কথাও উল্লেখ করেছে।

এএফপি: বার্তাসংস্থা এএফপির শিরোনাম ছিল 'বিরোধী দলবিহীন নির্বাচনে পুনর্নির্বাচিত হলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'। এএফপির তার প্রতিবেদনে বিএনপিসহ একাধিক বিরোধী দলের নির্বাচন বর্জন ও নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন ও সহিংসতার বিষয়টি উল্লেখ করে।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের বিশ্লেষক পিয়েরে প্রকাশের বরাতে এএফপি নির্বাচনের আগে জানায়, 'শেখ হাসিনার সরকার নিশ্চিতভাবেই 'কয়েক বছর আগের তুলনায় কম জনপ্রিয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যালট বক্সে ভোট দেওয়ার মতো খুব বেশি বিকল্প নেই বাংলাদেশিদের হাতে।'

দ্য হিন্দু: ভারতের আরেক সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দুর প্রতিবেদনে বলা হয়, বিএনপিসহ বেশ কয়েকটি দল নির্বাচন বর্জন করেছে। বিএনপি নেতাদের দাবি, নির্বাচনে ভোটের নিু হার থেকেই প্রমাণ হয় যে তাঁদের নির্বাচন বর্জন সফল হয়েছে।

যে বিষয়টি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বড় আকারে এসেছে, তার সঙ্গে নির্বাচনের সরাসরি সংযোগ না থাকলেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি প্রতিবেদনে আওয়ামী লীগ সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে মূল্যস্ফীতির মোকাবিলা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধরে রাখার কথা উল্লেখ করা হয়।

চলতি মেয়াদে সংসদে বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টির অনুপযোগিতা ও আওয়ামী লীগেরই নেতাদের স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত হওয়া নিয়ে সংকট সৃষ্টি হতে পারে বলেও উল্লেখ করেছে গণমাধ্যমগুলো। আগামীতে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন আরও বেড়ে যেতে পারে, এমন আশঙ্কার কথাও বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বেশ নেতিবাচকভাবেই বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উঠে এসেছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কিছু বৈশিষ্ট্য

এক. একতরফা নির্বাচন: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হলেও এই নির্বাচন জনআকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সকল দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়নি। নিবন্ধিত ৪৪টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২৮টি নির্বাচনে অংশ নিলেও নির্দলীয় সরকারের অধীনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সহ ১৬টি রাজনৈতিক দল নির্বাচন বর্জন করেছে। **যে দলগুলো নির্বাচনে অংশ নিয়েছে, তারা সকলেই একটি পক্ষের।** অর্থাৎ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগের পূর্বের মহাজোটসঙ্গী, ১৪ দলীয় জোটসঙ্গী জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় পার্টি-জেপি; কিছু কিংস পার্টি, কয়েকটি আওয়ামীপন্থী ছোট ও ইসলামপন্থী দল এবং আওয়ামী স্বতন্ত্র ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী।

দুই. আসন ভাগাভাগি নির্বাচন: ২৬ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৮টিতে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করেছিল আওয়ামী লীগ। পরবর্তীতে জাতীয় পার্টিকে ২৬টি এবং ১৪ দলের শরিকদের ৬টি আসন ছেড়ে দেয় আওয়ামী লীগ। বিএনপিসহ সমমনা দলগুলো এবং কিছু বামপন্থী দল নির্বাচনে না আসায় নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দেখানো অংশ হিসেবে দলীয় নেতৃবৃন্দকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়। এছাড়াও এবারের নির্বাচনে বিশেষ বিশেষ প্রার্থীকে কিছু আসন থেকে কৌশলে বা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের বসিয়ে দিয়ে জিতিয়ে আনার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। যাঁরা এই নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন, তারা সকলেই একটি পক্ষের। তাই একথা বলার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন ছিল মূলত ক্ষমতাসীন জোটের প্রার্থীদের মধ্যে আসন ভাগাভাগির নির্বাচন। এই নির্বাচনে কোন দল সরকার গঠন করবে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

তিন. অভিযোগের নির্বাচন: নির্বাচনের পর বেশ কয়েকজন প্রার্থী নির্বাচনে কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। অভিযোগ উত্থাপনকারী প্রার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীও রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে নিম্নে কয়েকজনের বক্তব্য উত্থাপন করা হলো:

হাসানুল হক ইনু: নির্বাচনের পরের দিন ৮ জানুয়ারি নিজের হারের কারণ নিয়ে জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনু বলেন, 'সারাদেশে নির্বাচন একটা পর্যায়ে হয়েছে। তবে কিছু জায়গায় ভোট কারচুপি হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমার এলাকাও এর মধ্যে পড়েছে।... প্রশাসনের সরাসরি সহায়তায় ভোট কারচুপি হয়েছে। হারের জন্য আমি প্রশাসনকেই দায়ী করছি। তারা পরিকল্পিতভাবে আমার এলাকার ১৮টি কেন্দ্রে ভোট কারচুপি করেছে।' অনিয়মের একটি উদাহরণ টেনে ইনু বলেন, 'একটি কেন্দ্রে ২,৯০০ ভোট পেয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থী, আর নৌকা পেয়েছে মাত্র ৮৫টি ভোট। এতেই বিষয়টি স্পষ্ট।' এমন আরও ১৮টি উদাহরণ তার কাছে আছে বলেও জানান তিনি।

মমতাজ বেগম: মানিকগঞ্জ-২ আসনে পরাজিত নৌকার প্রার্থী মমতাজ বেগম অভিযোগ করেছেন যে, কয়েকটি কেন্দ্রে কারচুপি করে তাঁকে হারানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'অধিকাংশ কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ হলেও সিঙ্গাইর উপজেলার বলধারা ও বায়রা ইউনিয়ন এবং সিঙ্গাইর পৌরসভার কয়েকটি কেন্দ্রে ভোটে কারচুপি করা হয়েছে। কালোটাকা দিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী (দেওয়ান জাহিদ আহমেদ) ভোট কিনেছেন। বলধারা ও বায়রা ইউনিয়নের কয়েকটি কেন্দ্রে মৃত ব্যক্তি ও প্রবাসীদের ভোটও ট্রাক প্রতীকে পড়েছে। এসব সিল মেরেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীরা।' এসব কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থীর অস্বাভাবিক ভোটের কারণে তাঁকে পরাজিত হতে হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান মমতাজ। নির্বাচনের পর ০৯ জানুয়ারি বিকেলে সিঙ্গাইরের পূর্ব ভাকুম এলাকায় নিজ বাসভবনে দলের কর্মিসভায় মমতাজ বেগম এসব অভিযোগ করেন (*প্রথম আলো*, ০৯ জানুয়ারি ২০২৪)।

ধীরেন্দ্র দেবনাথ (শম্ভু): দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনা-১ আসনে ভোট গণনা, ফলাফল বিবরণী প্রস্তুত ও একত্রীকরণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী ধীরেন্দ্র দেবনাথ (শম্ভু) জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। ০৯ জানুয়ারি ২০২৪ দুপুরে তাঁর পক্ষে একজন প্রতিনিধি গিয়ে এ অভিযোগ জমা দেন। অভিযোগে বলা হয়, বেআইনিভাবে ভোট গণনা, ফলাফল বিবরণী প্রস্তুত ও একত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় নৌকা প্রতীকের উপস্থিত এজেন্টদের জোর আপত্তি উপেক্ষা করা হয়েছে। আইন সংগতভাবে প্রস্তুত না করায় ফলাফলে ব্যাপক কারচুপি, অনিয়ম ও বেআইনি কার্যকলাপ হয়েছে বলে দাবি করেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী ধীরেন্দ্র দেবনাথ। অভিযোগপত্রের সঙ্গে ১৮টি ফলাফল বিবরণীর অনুলিপি জমা দেওয়া হয় (*প্রথম আলো*, ০৯ জানুয়ারি ২০২৪)।

অসীম কুমার উকিল: নেত্রকোনা-৩ আসনের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী অসীম কুমার উকিল একটি পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছেন, 'দল এবং ভোটের মাঠ দুটোই আমার পক্ষে ছিল। কিন্তু দুটি কারণে আমাকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। টাকা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে নির্বাচনের মাঠে আমার অবস্থান দুর্বল করার যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল, আমার প্রতিপক্ষ তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছে। ভোটের মাঠে প্রচুর টাকা ছড়ানোর পাশাপাশি আমার ভোটব্যাংককে নিরুৎসাহ করতে আমাকে জড়িয়ে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচনের মাঠ আমার পক্ষে থাকলেও সব মহলের আশীর্বাদ থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে (*প্রথম আলো*, ১৫ জানুয়ারি ২০২৪)।'

মৃণাল কান্তি দাস: পরাজয়ের পর মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে নৌকার প্রার্থী মৃণাল কান্তি দাস গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, 'নির্বাচনের আগে থেকেই লাগাতার সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে। ভোটারদের কেন্দ্রে যেতে বাধা দিয়ে জনগণের ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে। জনগণ আমাকে ভোট দিলেও ফলাফলে তা প্রতিফলিত হয়নি। তাই এই নির্বাচনের ফলাফল আমি প্রত্যাখ্যান করেছি (*বিবিসি বাংলা*, ১৫ জানুয়ারি ২০২৪)।

জাফর আলম: কক্সবাজার-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন একাদশ সংসদের সদস্য জাফর আলম। কিন্তু তিনি নির্বাচনের দিন ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন এবং এক ভিডিও বার্তায় বলেন, 'দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আমি ট্রাক মার্কায় ভোট করেছিলাম। চকরিয়া-পেকুয়ার মানুষ আমাকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিল। এটা বুঝতে পেরে আজ দুপুর ১২টার পর থেকে বিভিন্ন কেন্দ্র দখল করে একটি বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থা ও বিজিবি আমার এজেন্টদের পিটিয়ে বের করে সিল মারে। এমনকি প্রিসাইডিং কর্মকর্তাদেরও নির্মমভাবে আহত করে। ফলে আমি ভাবলাম, প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রাণহানি হওয়ার চেয়ে নির্বাচন থেকে দূরে সরে দাঁড়ানো ভালো। আমি তা-ই করলাম (*প্রথম আলো*, ০৭ জানুয়ারি ২০২৪)।

শেরীফা কাদের: জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও ঢাকা-১৮ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী শেরিফা কাদের ভয়েস অফ আমেরিকাকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'নির্বাচন যে সুষ্ঠু হয়নি এটা আমি বলতে পারবো। নির্বাচন অংশগ্রহণমূলকও ছিলো না। কারণ বিএনপিসহ অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দল আসেনি। ভোটার উপস্থিতি খুবই কম ছিলো। ভোটের দিন ৩ টা পর্যন্ত বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে আমি ছিলাম, তখন ৫ থেকে ৬ শতাংশ এই রকম ভোট পড়েছে। তারপর হঠাৎ করে ৪০ শতাংশ দেখানো হলো। এটা তো প্রশ্নবোধক (*ভয়েস অফ আমেরিকা*, ১১ জানুয়ারি ২০২৩)।'

শামীম হায়দার পাটোয়ারী: গাইবান্ধা-১ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থীর শামীম হায়দার পাটোয়ারী *প্রথম আলো*'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ভোট কারচুপি হয়েছে। আমার বাড়ির কেন্দ্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বাড়ির কেন্দ্র বাদ দিলে শতকরা ৯০ ভাগ কেন্দ্রে আমি দুই-তিনজনের বেশি ভোটার দেখিনি। আমাদের সমর্থক ভোটাররা প্রথমে সকাল ১০টার মধ্যে ভোট দিয়ে দিয়েছেন। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত নগণ্য ভোটার উপস্থিতি ছিল। কিন্তু দিন শেষে কাস্টিং যা দেখলাম, আমার মনে হয়েছে, এখানে ভোট কারচুপি হয়েছে। ভোট শেষ হওয়ার আধা ঘণ্টা আগে তিনটার দিকে বামনডাঙ্গা ইউনিয়ন জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদককে তুচ্ছ কারণে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আমি যদি তদন্ত করে দেখি, তাঁকে শাস্তি দেওয়ার মতো কোনো অভিযোগই ছিল না। সম্পূর্ণ প্রভাবিত হয়ে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এটি নির্বাচনকে সরাসরি প্রভাবিত করেছে। এভাবে প্রশাসনের মাধ্যমে আমাদের হারিয়ে দেওয়া হয়েছে।... (আমাদের) পরাজয়ের কারণ হচ্ছে, সরকার আমাদের পরাজিত করতে চেয়েছিল। সরকারি দলের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি। প্রশাসন ও সরকার আমাদের পরিকল্পিতভাবে হারিয়ে দিয়েছে (*প্রথম আলো*, ১০ জানুয়ারি ২০২৪)।'

তৈমুর আলম খন্দকার: ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে নির্বাচন বলেই মানতে নারাজ তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার। তাঁর মতে, এবারের নির্বাচনও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো হয়েছে। ০৮ জানুয়ারি বিকেলে নারায়ণগঞ্জের নিজ বাসায় এমন মতামত জানান তৈমুর আলম খন্দকার। তিনি বলেন, 'এটা কোনো নির্বাচনই না। যেটা হইছে, এটা কোনো নির্বাচনই না। এমনটা কথা ছিল না। নৌকার লোকজন রাতেই সব সিল মেরে দিয়েছে। ভোরে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ব্যালট পাঠানোর পরেই সব সিল মেরে দিয়েছে। ২০১৮-এর মতো এক মুহূর্তও নির্বাচন ঠিকঠাক ছিল না।'

চার. গঠিত হচ্ছে সবচেয়ে কম দলের সংসদ: নবগঠিত দ্বাদশ সংসদে মাত্র পাঁচটি দল প্রতিনিধিত্ব করছে। ষষ্ঠ সংসদ বাদ দিলে স্বাধীন বাংলাদেশে সবচেয়ে কম দল প্রতিনিধিত্ব করছে এই সংসদে। এছাড়া সব সংসদেই প্রতিনিধিত্ব ছিল কমপক্ষে ছয়টি দলের। উল্লেখ্য, ক্ষমতাসীনদের আনুকূল্য নিয়ে ১১টি আসনে বিজয়ী জাতীয় পার্টি প্রধান বিরোধী দল হিসেবে সংসদে ভূমিকা রাখতে আগ্রহী। তবে তারা প্রকৃত অর্থেই সেই ভূমিকা পালন করতে পারবে কি না, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

পাঁচ. প্রদত্ত ভোটের হার নিয়ে প্রশ্ন: দ্বাদশ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, ৩০০ আসনে গড়ে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। অথচ ভোটগ্রহণ চলাকালীন দুপুর ১২টা ১০ মিনিট পর্যন্ত সাড়ে ১৮ শতাংশ ভোট পড়ে। অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ভোট পড়ে ৪ শতাংশ। এরপর বেলা তিনটা পর্যন্ত ২৬ দশমিক ৩৭ শতাংশ ভোট পড়ার কথা জানিয়েছিল ইসি। অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ভোট পড়ে ৩.৭৬ শতাংশ। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় সংবাদ সম্মেলনে সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল শুরুতে বলেন, ভোট পড়েছে ২৮ শতাংশ। পরে তাঁকে পাশ থেকে একজন সংশোধন করে বলেন, সংখ্যাটি ৪০ শতাংশ হবে। সিইসি তখন ভোটের হার ৪০ শতাংশ হতে পারে বলে জানান। তিনি বলেন, এটা নিশ্চিত হিসাব নয়। বাড়তে পারে, না-ও পারে। এই হিসাব অনুযায়ী ভোট গ্রহণের শেষ এক ঘণ্টাতেই ১৩ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে। তবে সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ৪২ শতাংশ ভোট পড়ার কথা জানায় ইসি। এই হার অনুযায়ী ভোট গ্রহণের শেষ এক ঘণ্টাতেই ভোট পড়েছে ১৪ শতাংশের বেশি, যা বিস্ময়কর এবং সন্দেহের উদ্রেক না পারে না।

নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফলের বিশ্লেষণে দেখা যায়, দ্বাদশ নির্বাচনে ৫০ শতাংশ বা তার বেশি ভোট পড়েছে ৮০টি আসনে। এর মধ্যে নৌকা ৬৯টি, স্বতন্ত্র প্রার্থী ১০টি ও জাতীয় পার্টির প্রার্থী ১টিতে জিতেছেন। নির্বাচনে ৫০ শতাংশ বা তার বেশি ভোট পড়া ৪৬টি আসনে জয়ী প্রার্থীর সঙ্গে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর ভোটের ব্যবধান বিপুল। কার্যত ওই সব আসনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হয়নি। সবগুলোতেই জিতেছেন নৌকার প্রার্থী। যেমন, সিরাজগঞ্জ-১ আসনে ভোট পড়েছে ৭২ শতাংশের বেশি। এই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী তানভীর শাকিল পেয়েছেন ২ লাখ ৭৮ হাজার ৯৭১ ভোট। বিপরীতে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির মো. জহিরুল ইসলাম পেয়েছেন ৩ হাজার ১৩৯ ভোট (*প্রথম আলো*, ০৯ জানুয়ারি, ২০২৪)।

সুজন-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এবারের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে মূলত ৫৮টি আসনে। যেসব আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর বিপরীতে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিল না সেসব আসনগুলোতে অন্য প্রার্থীদের এজেন্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভোটকক্ষে ছিলেন না। এজেন্ট না থাকার কারণেও

অনেক জায়গায় জয়ী প্রার্থীদের পক্ষে বেশি ভোট দেওয়া হয়েছে। তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল ০৮ জানুয়ারি সাংবাদিকদের বলেছেন, ভোটের হার নিয়ে কারও সন্দেহ থাকলে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন।

শুধুমাত্র সুজন নয়, অনেক বিশ্লেষকই ভোট পড়ার হার নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। *প্রথম আলো*'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ১০ শতাংশের বেশি মানুষ ভোট দেয়নি বলে মন্তব্য করেন ভারতের জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক শ্রীরাধা দত্ত। তিনি বলেন, 'সরকার বলছে ৪০ শতাংশ ভোট পড়েছে, আন্তর্জাতিক সূত্র ও সাংবাদিকেরা বলছেন ২৭ শতাংশ। কিন্তু আওয়ামী লীগপন্থী আমাদের পরিচিত অনেকে বলেছেন, ভোট পড়েছে ২০ শতাংশের নিচে। নির্বাচনের দিন ফাঁকা রাস্তা দেখা গেছে, হরতালের মতো। যদিও এ নিয়ে বিতর্ক আছে। অনেকেই বলে থাকেন, গ্রামের তুলনায় শহরে ভোট পড়ে বেশি। আমার চেনাজানাদের মধ্যে খুব কম মানুষই ভোট দিয়েছেন, ১০ শতাংশের বেশি তো ভোটই দেয়নি (*প্রথম আলো*, ১০ জানুয়ারি ২০২৪)।'

১৫ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের হার নিয়ে জানতে চেয়েছে ইইউর বিশেষজ্ঞ দল। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) ও ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের (এনডিআই) পক্ষ থেকেও একই বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে (*প্রথম আলো*, ১৬ জানুয়ারি ২০২৪)।

ছয়. বিপুলসংখ্যক ভোটারের অনুপস্থিতি: নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ৩০০ আসনে প্রদত্ত ভোটের হার ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে দেশের বিপুলসংখ্যক ভোটার – প্রায় ৫৮ শতাংশ– এ নির্বাচনে ভোট দেননি। আর সিইসির প্রথম বক্তব্য অনুযায়ী প্রদত্ত ভোটের হার যদি ২৮ শতাংশ হয়, তাহলে ৭২ শতাংশ ভোটার ভোট দেননি। তাই এত বিপুল ভোটারের অনুপস্থিতির কারণে এ নির্বাচনকে প্রতিনিধিত্বশীল বা অংশগ্রহণমূলক হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। মূলত, একতরফা ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন না হওয়ায় এবং দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি অনাস্থার কারণে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে যেতে অনীহা প্রদর্শন করেছেন। উল্লেখ্য, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ১৯টি এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ৮টি, মোট ২৭টি ভোটকেন্দ্রে কোনো ভোট পড়েনি (শূন্য ভোট)। পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ জাতীয় নির্বাচনে যথাক্রমে ৫৫.৪৫%, ৭৪.৯৬%, ৭৫.৫৯%, ৮৭.১৩%, ৪০.০৪% ও ৮০.২০% ভোট পড়েছিল।

সাত. কিংস পার্টির ভরাডুবি: দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে নামসর্বস্ব কিছু দলকে – তৃণমূল বিএনপি, বিএনএম ও বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি – নিবন্ধন দেয় নির্বাচন কমিশন। ক্ষমতাসীন দলের প্রশ্রয়ে ও আশ্বাসে নির্বাচনের আগে এসব দল সক্রিয় হয়ে ওঠে। তৃণমূল বিএনপির ১৩৫ জন প্রার্থী 'সোনালী আঁশ' প্রতীক নিয়ে, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির একতারা প্রতীক নিয়ে ৭৯ জন এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের (বিএনএম) নোঙ্গর প্রতীক নিয়ে ৫৬ জন প্রার্থী অংশ নেন। কিন্তু তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপার্সন শমসের মবিন চৌধুরী ও বিএনএমের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শাহ মো. আবু জাফর ছাড়া বাকি প্রায় সব প্রার্থীই জামানত হারিয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, কিংস পার্টির প্রার্থীদের পরাজয় ঘটলেও বিএনপি'র সমমনা দল হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক এই নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। তাঁর জয়ের পেছনে ছিল আওয়ামী লীগের সমর্থন। বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিশ দলীয় জোটভুক্ত বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মুহাম্মদ ইবরাহিম 'সরকারের সঙ্গে আন্দোলনে না পেরে' নির্বাচনে অংশ নেন এবং কক্সবাজার-১ আসনে জয়ী হন। ঋণখেলাপি হওয়ায় এই আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।

আট. হলফনামা বাছাই, আচরণবিধি লঙ্ঘন ও অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে শিথিলতা: দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী অনেক প্রার্থীর হলফনামা বাছাইয়ে শিথিলতার অভিযোগ উঠেছে। কোনো কোনো প্রভাবশালী প্রার্থী সম্পদ ও মামলার তথ্যসহ বিভিন্ন তথ্য গোপন করলেও তা আমলে নেওয়া হয়নি। অন্তত ২ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকদের সাথে এবং এজন প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সাথে সভা করার অভিযোগ উঠলেও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনকে কঠোর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও)-এ তৃণমূল পর্যায়ের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রথমে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের নিয়ে নিয়ে প্যানেল গঠন এবং পরবর্তীতে উক্ত প্যানেলকে বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল দলের কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড কর্তৃক মনোনয়ন প্রদানের বিধান থাকলেও তা মানা হয়নি। নির্বাচন কমিশন এনিয়ে কোনো প্রশ্নও তোলেনি। এছাড়াও অনেক প্রার্থীর শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র পাওয়া গেছে, আয়কর বিবরণী পাওয়া যায়নি। নির্বাচিত ২৯৯ জনের মধ্যে শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র পাওয়া গেছে ৭৪ জনের এবং শুধু আয়কর পরিশোধের রশিদ/স্লিপ পাওয়া গেছে ২৪ জনের। একাদশের মন্ত্রীদের অনেকের শুধু আয়কর প্রত্যয়ন পাওয়া গেছে, বিবরণী নয়।

তবে সারা দেশে রিটার্নিং কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর যে দুই হাজার ৭২০ জন প্রার্থীর তালিকা পাওয়া যায়, তার মধ্যে হলফনামা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ৭৩ জনের প্রার্থিতা বাতিল হয়। বেশিরভাগ প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হয় শতকরা ১% ভোটারের স্বাক্ষর সংক্রান্ত জটিলতা (স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে), দ্বৈত নাগরিকত্ব ইত্যাদি কারণে। এছাড়াও এই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনকে বিপুল সংখ্যক প্রার্থীকে সতর্ক করা, নির্বাচন কমিশনে তলব করা, কয়েকজন প্রার্থীকে জরিমানা করা ইত্যাদি পদক্ষেপ নিতে দেখা গিয়েছে। প্রথমবারের মতো গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) ১৯৭২-এর ৯১ই ধারা প্রয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। উক্ত ধারা বলে ডিসি-এসপিকে তিনদিনের মধ্যে বদলি করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া লক্ষ্মীপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান পবনের প্রার্থিতা বাতিল করে ইসি - উচ্চ আদালতের আদেশে প্রার্থীতা ফিরে পান তিনি। এছাড়া নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন ও আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ০৭ জানুয়ারি নির্বাচনের দিন চট্টগ্রাম-১৬ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমানের প্রার্থিতা বাতিল করে ইসি।

নয়. নির্বাচনে পরিবারতন্ত্রের প্রভাব: দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে ৪৬টি আসনে পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ এবং আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ পরিবারের সদস্যরা প্রার্থী হন। এর মধ্যে ১৭টি পরিবারের সদস্যরা ৩৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অবশিষ্ট ১১টি আসনে আওয়ামী লীগের নেতাদের সন্তানেরা প্রথমবারের মতো নৌকা প্রতীক পান (*প্রথম আলো*, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ প্রার্থীদের অন্তত ৩৩ জন দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র দৃঢ়ভাবে জেঁকে বসেছে। ফলে দলের জন্য আত্মোৎসর্গকারী নেতাদের যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে না। এতে করে ত্যাগী নেতা-কর্মীরা ধীরে ধীরে রাজনীতিতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে।

দশ. সীমিত পর্যবেক্ষণ: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বাচন কমিশন মোট ১২৭ জন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের অনুমোদন দেয়। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং কানাডার কয়েকজন নাগরিক ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশে আসলেও এই তিন দেশ সরকারিভাবে কাউকে বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পাঠায়নি। ০৮ জানুয়ারি ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য মিশনের মুখপাত্র এবং কানাডা হাইকমিশন এক এক্স (সাবেক টুইটার) বার্তায় এ কথা জানায়।

নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, ২০১৮ সালের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন অন্তত ১৬৯ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক। এর আগে ২০০৮ সালে ৫৯৩ এবং ২০০১ সালে ২২৫ জন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন।

নির্বাচনের ফলাফল মূল্যায়ন

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ২৯৯টি আসনে প্রদত্ত ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়:

- নির্বাচনে অংশ নেয় নিবন্ধিত ২৮টি দল। আওয়ামী লীগ (২২৩টি) এবং দলটির স্বতন্ত্র প্রার্থীরা (৫৯) মিলে জিতেছেন ২৮২ আসনে। জাতীয় পার্টি ১১টি এবং কল্যাণ পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদের প্রার্থীরা একটি করে আসনে জিতেছেন। অন্য স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জিতেছেন তিনটি আসনে। বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন: ১. সৈয়দ এ কে একরামুজ্জামান (ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১), ২. সিদ্দিকুল আলম (নীলফামারী-৪), ৩. মোহাম্মদ হুছামুদ্দিন চৌধুরী (সিলেট-৫)।
- নির্বাচনে মোট এক হাজার ৪৪১ জন অর্থাৎ ৭৩ শতাংশ প্রার্থী জামানত হারিয়েছেন। এর মধ্যে দলীয় মনোনীত এক হাজার ২২৫ জন এবং স্বতন্ত্র ২১৬ জন। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, কল্যাণ পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদ ছাড়া নির্বাচনে অংশ নেওয়া বাকি ২৩ দলের প্রার্থীদের মধ্যে একজন ছাড়া অন্য সবাই ন্যূনতম ভোট না পাওয়ায় জামানত হারিয়েছেন। ১০৪টি আসনে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের প্রার্থীর বিপরীতে থাকা সবাই জামানত হারিয়েছেন। জাতীয় পার্টির ২৬৩ প্রার্থীর মধ্যে ২৩৬ জনই জামানত হারিয়েছেন। অর্থাৎ লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ৯০ শতাংশ প্রার্থী জামানত রক্ষা করার মতো ভোট পাননি। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতার সাতটি আসনেও জামানত হারিয়েছেন জাপার প্রার্থীরা। কিংস পার্টি হিসেবে খ্যাত তৃণমূল বিএনপি, সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি) এবং বিএনএমের ২৫৮ জন প্রার্থীর জামায়াত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। শুধু বিএনএমের একজন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়নি।
- নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার ৪১ দশমিক ৮০ শতাংশ।
- কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল অনুযায়ী, আওয়ামী লীগের ২৬৪ জন প্রার্থী মোট ৩ কোটি ১৯ লাখ ৯৪ হাজার ৪৯৯ ভোট পেয়েছেন এবং প্রাপ্ত বৈধ ভোটের হার ৬৫.০৬%। এর আগে দলটি ২০১৮ সালে ৮৮.৬৭%, ২০১৪ সালে ৭২.১৪%, ২০০৮ সালে ৪৮.০৪%, ২০০১ সালে ৪০.১৩% ভোট পেয়েছিল। নৌকা প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অন্যান্য দলের ৬ জন প্রার্থী পেয়েছেন ৩ লাখ ৯২ হাজার ৫২৮ ভোট। নৌকা প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ৪টি দলের ২৭০ জন প্রার্থী পেয়েছেন ৩ কোটি ২৩ লাখ ৮৭ হাজার ২৭ ভোট। নৌকা প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২৭০ জন ভোট বৈধ ভোটের ৬৬% পেয়েছেন।
- জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রার্থীর সর্বমোট ভোট পেয়েছে ২১ লাখ ৭৫ হাজার ৫৮৯ ভোট পেয়েছেন, মোট বৈধ ভোটের ৪%। এর আগে দলটি ২০১৮ সালে ৭.৩৩%, ২০১৪ সালে ৭.০%, ২০০৮ সালে ৭.০৪%, ২০০১ সালে ১.১২% ভোট পেয়েছিল।
- বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর ভোটের ব্যবধান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২৪১ আসনে প্রার্থীদের মধ্যে কার্যত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। যে ৫৮টি আসনে মাত্র ৩২টি আসনে ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে, যেখানে বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর ভোটের ব্যবধান ১০ হাজারের কম। এই ব্যবধান ২০ হাজারের কম ধরলে এই সংখ্যা হয় ৫৭।
- ২১টি আসনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা দুই লাখের বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন।
- যেসব আসনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে এমন কিছু আসন হলো: ঢাকা-৫, নেত্রকোনা-৩, রাজশাহী-৫, নাটোর-১।
- যেসব আসনে নূন্যতম পর্যায়েও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি এমন কিছু আসন হলো: ঢাকা-৮, ঢাকা-১৭, নড়াইল-১, ফেনী-১, ফেনী-২, গোপালগঞ্জ-২, সিরাজগঞ্জ-১, জামালপুর-৩, ময়মনসিংহ-২।
- সর্বোচ্চ ৮৬ দশমিক ৮৯ শতাংশ ভোট পড়েছে গোপালগঞ্জ-৩ আসনে। এ আসনে ২ লাখ ৪৯ হাজার ৯৬২ ভোট নিয়ে নির্বাচিত হন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। আর সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে ঢাকা-১৫ আসনে। এ আসনে ভোট পড়েছে ১৩ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ, বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী কামাল আহমেদ মজুমদার।

- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ১৯টি এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ৮টি, মোট ২৭টি ভোটকেন্দ্রে যেমন কোনো ভোট পড়েনি (শূন্য ভোট); তেমনি গাইবান্ধা-৪ আসনের একটি (শিবপুর ফজরিয়া ফাজিল মাদ্রাসা) ও চট্টগ্রাম-৩ আসনের একটি (মমতাজুল উলুম মাদ্রাসা) কেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়েছে।

নির্বাচিতদের মধ্যে
সর্বোচ্চ ভোট

শেখ হাসিনা
আওয়ামী লীগ
গোপালগঞ্জ-৩
২ লাখ ৪৯ হাজার ৯৬২ ভোট

নির্বাচিতদের মধ্যে
সর্বনিম্ন ভোট

কামাল আহমেদ মজুমদার
আওয়ামী লীগ
ঢাকা-১৫
৩৯ হাজার ৬৩২ ভোট

নির্বাচনী সহিংসতার চিত্র

- ১৮ ডিসেম্বর নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর পর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৮ দিনে ১৫৬টি জায়গায় নির্বাচনী সংঘাত ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। আর এতে মৃত্যু হয় তিনজনের (*বিবিসি বাংলা*, ৬ জানুয়ারি ২০২৪)। উল্লেখ্য, ২৯ ডিসেম্বর বরিশালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচনি জনসভার মাঠে আওয়ামী লীগ নেতা পংকজ নাথ ও শাম্মী আহম্মেদের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে একজন মারা যান এবং ১৫ জন আহত হন (*সময়ের আলো*, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩)। নিহত সিরাজ সিকদার বরিশালের হিজলা উপজেলার কুড়ালিয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।
- নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরুর আগে ০৬ জানুয়ারি রাত ১০টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশের অন্তত ২৩ জেলায় ৪২টি অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ১৪ জেলার ২১টি ভোটকেন্দ্রে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা (*প্রথম আলো*, ০৭ জানুয়ারি ২০২৪)।
- নির্বাচনের দিন সহিংসতায় ২১ জেলায় দু'জন নিহত এবং প্রায় ১০০ জন আহত হন (*প্রথম আলো*, ০৮ জানুয়ারি ২০২৪))।
- নির্বাচনের দিন থেকে পরবর্তী ১০ দিনে ভোটকেন্দ্রিক সংঘাতে সাতজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন পুলিশের আট সদস্যসহ সাড়ে চার শতাধিক ব্যক্তি। ভোটের দিন ৭ জানুয়ারি থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ৩৪৫টি সংঘাতে এসব হতাহতের ঘটনা ঘটে। সরকারের এক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। 'হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)' ১৭ জানুয়ারি জানিয়েছে, ১৫ নভেম্বর সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দুই মাসে নির্বাচনী সহিংসতায় অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২ হাজার ২০০ জনের বেশি (*প্রথম আলো*, ২১ জানুয়ারি ২০২৪)।
- দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বাচনী সহিংসতার শিকার হয়েছেন বেশ কিছু সংখ্যালঘু পরিবার। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) নামক একটি বেসরকারি সংগঠনের তথ্যমতে, সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর ও বেলকুচিতে ঈগল প্রতীকে ভোট দেওয়ায় স্থানীয় আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকেরা জেলেপাড়া ও ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চড়াও হয়ে সেখানে প্রতিমা ও ঘরবাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট ও গবাদিপশু নিয়ে যান। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনে তাঁতিপাড়ায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের কমপক্ষে ছয়টি বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়। কুষ্টিয়ার কুমারখালির ৫০টি হিন্দু পরিবারকে ৭ দিন অবরুদ্ধ করে রাখার ঘটনা ঘটেছে। ঠাকুরগাঁও-১ আসনে তেনাই তোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট প্রদান শেষে দুজনকে হামলা করা হয়। কুমিল্লার দাউদকান্দিতে ঈগল প্রতীকের সমর্থক পিপলু সাহা ও রঞ্জন সাহা নামের দুজনকে কুপিয়ে আহত করা হয়। ফরিদপুর-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী এ কে আজাদকে সমর্থন করায় মাঝিপাড়ায় ১৫ জন সংখ্যালঘুকে তাঁদের বাড়িঘরে হামলা করে আহত করা হয়। গাইবান্ধা-৫ আসনে ৪টি হিন্দু বাড়িতে হামলা করে প্রায় ৫ লাখ নগদ টাকা ও গবাদিপশু কেড়ে নেওয়া হয়। এছাড়া মাদারীপুরের কালকিনিতে বেদে সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর এবং ঝিনাইদহসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করেন ক্ষমতাসীন দলের কর্মী ও সমর্থকেরা (*প্রথম আলো*, ১৭ জানুয়ারি ২০২৪)। এছাড়াও লালমনিরহাট সদর উপজেলার কুলাঘাট ইউনিয়নের জেলেদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার হুমকি, চট্টগ্রামের বোয়ালখালী

উপজেলাসহ বিভিন্ন স্থানে হামলা ও আক্রমণ; ভোটের পরে রাঙামাটি জেলার কাউখালীর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৩ সদস্যকে অপহরণ এবং টাঙ্গাইলে মন্দিরে ও অষ্টপ্রহর কীর্তনে হামলা ইত্যাদি ঘটনাগুলো গণমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে।

উপসংহার

ব্ল্যাকস ল ডিকশেনারি অনুযায়ী নির্বাচন হলো 'দ্য এক্সারসাইজ অব এ চয়েস' বা বিকল্প থেকে বেছে নেওয়া। যেখানে বিকল্প থাকে না, সেখানে 'অ্যাক্ট অব চুজিং' বা বিকল্প থেকে বেছে নেওয়ার বা নির্বাচনেরও কোনো সুযোগ থাকে না। তবে বিকল্প হতে হবে যথার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য। একইসঙ্গে সত্যিকারের নির্বাচন হতে হলে অযাচিতভাবে প্রভাবিত না হয়ে তথা স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়ার সুযোগও থাকতে হবে। কিন্তু দ্বাদশ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের বিপরীতে বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প ছিল না।

একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে, যার মধ্যে অন্যতম হলো: ১. নির্বাচনী ফলাফলের অনিশ্চয়তা; ২. ভোটারদের সামনে বিভিন্ন দল, মত ও কর্মসূচিসম্পন্ন বিকল্প প্রার্থী থাকা; ৩. সকল প্রার্থীদের জন্য সমসুযোগ; ৪. ভোটারদের প্রভাবমুক্ত হয়ে বেছে নেওয়ার সুযোগ; এবং ৫. ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতার রদবদলের সম্ভাবনা; ৬. সর্বজনীনতা; ৭. নির্বাচনী আইনের যথাযথ অনুসরণ।

কিন্তু দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সকল রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেনি বিধান কোন দল সরকার গঠন করবে তা আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। একইভাবে নির্বাচনে অনেক দল অংশ না নেওয়ায় সর্বজনীনতার শর্তটিও পূরণ হয়নি। সর্বজনীনতার আরেকটি শর্ত হলো ভোটারদের অংশগ্রহণ। এ শর্তটিও পূরণ হয়নি। কারণ কমিশনের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৫৮ শতাংশ ভোটার এ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেনি বা করার সুযোগ পায়নি। তৃতীয়ত, নির্বাচনী আইনেরও যথাযথ অনুসরণ হয়নি। নির্বাচনে ব্যাপকভাবে আচরণবিধি ভঙ্গের ঘটনা ও সহিংসতা দৃশ্যমান হয়েছে।

সুজন মনে করে, দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন আইনগতভাবে বৈধ হলেও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের পর দলীয় সরকারের অধীনে ২০১৪ সালে দশম এবং ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ছিল। এর মধ্যে প্রথমটি ছিল একতরফা। আর দ্বিতীয়টি অংশগ্রহণমূলক হলেও নির্বাচনের মাঠ ছিল ক্ষমতাসীনদের দখলে ও ফলাফল ছিল একতরফা। ফলে দুটো বিতর্কিত নির্বাচনের কারণে বাংলাদেশে যে অস্বাভাবিকতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল। কিন্তু এবারও জনগণের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি।

আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে গত ৪ জানুয়ারি ২০২৪-এ একটি সংবাদ সম্মেলন করে পরবর্তী সরকারকে রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার কথা ভেবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলাম। পদক্ষেপসমূহের মধ্যে ফলাফলের গেজেট প্রকাশের পূর্বেই নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের হলফনামায় উল্লিখিত তথ্যসমূহের সঠিকতা যাচাই ও অসত্য তথ্য প্রদানকারীদের ফলাফল বাতিল এবং সন্দেহজনক আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীপ্রদত্ত তথ্যের সঠিকতা যাচাই করা করে অসত্য তথ্য প্রদানকারীদের ফলাফল বাতিল করা ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য।

ইতোমধ্যেই ফলাফলের গেজেট প্রকাশিত হয়েছে এবং গত ১০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেছেন। একইসাথে ১১ জানুয়ারি ২০২৪-এ নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখনও উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারে।

একইসাথে আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে নবগঠিত সরকার এবং ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতি আমাদের আহ্বান:

- রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে পথ অন্বেষণের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপের উদ্যোগ গ্রহণ করুন;
- নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে বিশেষ করে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, মানবাধিকার সুরক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাস, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখা, সাম্প্রদায়িকতা এবং সবধরনের সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ রোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করুন;
- রাষ্ট্রব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহের স্থায়ী সমাধানে সুদূর প্রসারী সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুন;
- নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা ভাবুন;
- সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, জনপ্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে শক্তিশালী ও দলীয়করণমুক্ত করুন;
- দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

আশাকরি সরকার এবং ক্ষমতাসীন দল সুজন-এর সুপারিশসমূহ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করবেন এবং তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবেন; যা রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টিসহ নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংস্কার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহের স্থায়ী সমাধান, দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা এবং একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্টগঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি বিস্তারিত তুলনামূলক চিত্রের জন্য দেখুন:
www.votebd.org

সংযুক্তি-১

নবনির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যগণের তালিকা			
[illegible]			
ক্রমিক নং	নাম	আসন	প্রতীক
১	শিরীন শারমিন চৌধুরী	রংপুর-৬	নৌকা
২	উম্মে কুলসুম স্মৃতি	গাইবান্ধা-৩	নৌকা
৩	সাহাদারা মান্নান	বরগুনা-১	নৌকা
৪	মোছা. জান্নাত আরা হেনরী	সিরাজগঞ্জ-২	নৌকা
৫	সুলতানা নাদিরা	বরগুনা-২	নৌকা
৬	মতিয়া চৌধুরী	শেরপুর-২	নৌকা
৭	সৈয়দা জাকিয়া নূর	কিশোরগঞ্জ-১	নৌকা
৮	সাগুফতা ইয়াসমিন	মুন্সিগঞ্জ -২	নৌকা
৯	রুমানা আলী	গাজীপুর-৩	নৌকা
১০	সিমিন হোসেন (রিমি)	গাজীপুর-৪	নৌকা
১১	ডা. দীপু মনি	চাঁদপুর-৩	নৌকা
১২	খাদিজাতুল আনোয়ার	চট্টগ্রাম-২	নৌকা
১৩	শাহীন আক্তার	কক্সবাজার-২	নৌকা
১৪	শেখ হাসিনা	গোপালগঞ্জ-৩	নৌকা
১৫	হাবিবুন নাহার	বাগেরহাট-৩	নৌকা
১৬	নিলুফার আনজুম পপি	ময়মনসিংহ-৩	নৌকা
স্বতন্ত্র			
১৭	আবদুল্লাহ নাহিদ নিগার	গাইবান্ধা-১	ঢেঁকি
১৮	মোসাঃ তাহমিনা বেগম	মাদারীপুর-৩	ঈগল
১৯	জয়া সেনগুপ্তা	সুনামগঞ্জ-২	কাঁচি
২০	আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী	হবিগঞ্জ-১	ঈগল

সংযুক্তি-২

দলভিত্তিক ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু প্রার্থীদের তালিকা				
ক্রমিক	প্রার্থীর নাম	আসন নং	রাজনৈতিক দলের নাম	মন্তব্য
১	রমেশ চন্দ্র সেন	ঠাকুরগাঁও-১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
২	সৌমেন্দ্র প্রসাদ পান্ডে	কুড়িগ্রাম-৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
৩	সাধন চন্দ্র মজুমদার	নওগাঁ-৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
৪	সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী	নওগাঁ-৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
৫	শ্রী বীরেন শিকদার	মাগুরা-২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
৬	নারায়ন চন্দ্র চন্দ	খুলনা-৫	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
৭	ননী গোপাল মন্ডল	খুলনা-১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
৮	রনজিত চন্দ্র দাস	সুনামগঞ্জ-১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
৯	প্রাণ গোপাল দত্ত	কুমিল্লা-৭	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
১০	দীপংকর তালুকদার	রাঙ্গামাটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
১১	কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা	খাগড়াছড়ি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
১২	বীর বাহাদুর উ শৈ সিং	বান্দরবন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
১৩	পংকজ নাথ	বরিশাল-৪	স্বতন্ত্র	
১৪	জয়া সেনগুপ্তা	সুনামগঞ্জ	স্বতন্ত্র	

সংযুক্তি-৩

নির্বাচিতদের দলভিত্তিক বয়স সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষণ								
রাজনৈতিক দলের নাম	৩০-৪০ বছর	৪০-৫০ বছর	৫০-৬০ বছর	৬০-৭০ বছর	৭০-৮০ বছর	৮০+ বছর	সংখ্যা (জন)	বয়সের গড়
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১০	২৯	৬২	৬০	৫৮	৪	২২৩	৬১
জাতীয় পার্টি	০	০	০	৭	৪	০	১১	৭০
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	০	০	০	১	০	০	১	৭০
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	০	০	০	০	১	০	১	৭৪
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	০	০	০	০	১	০	১	৮০
স্বতন্ত্র	৩	১২	১৯	২০	৫	৩	৬২	৫৭
সর্বমোট	১৩	৪১	৮১	৮৮	৬৯	৭	২৯৯	৬১

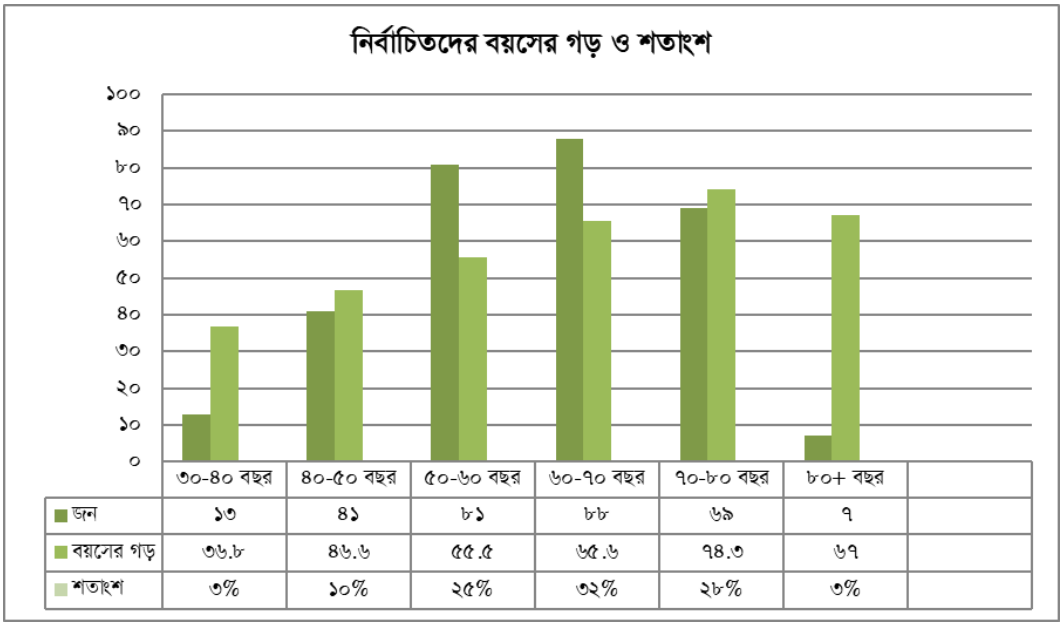

সংযুক্তি-৪

নেতাদের স্বজনদের মধ্যে যাঁরা জয়লাভ করেছেন			
ক্রম.	**প্রার্থীর নাম**	**যার সাথে সম্পর্ক**	**আসন**
১.	শেখ হাসিনা	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মেয়ে	গোপালগঞ্জ-৩
২.	শেখ হেলাল উদ্দীন	বঙ্গবন্ধুর চাচাতো ভাই শেখ আবু নাসেরের ছেলে	বাগেরহাট-১
৩.	শেখ সারহান নাসের তন্ময়	শেখ হেলাল উদ্দীনের ছেলে	বাগেরহাট-২
৪.	শেখ সালাউদ্দিন জুয়েল	শেখ হেলাল উদ্দীনের ভাই	খুলনা-২
৫.	আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ	প্রধানমন্ত্রীর ফুফাতো ভাই	বরিশাল-১
৬.	মাহবুব উল আলম হানিফ	প্রধানমন্ত্রীর ফুফাতো বোনের দেবর ও তাঁর বেয়াই	কুষ্টিয়া-৩
৭.	নূর-ই-আলম চৌধুরী	প্রধানমন্ত্রীর ফুফাতো ভাই প্রয়াত ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরীর বড় ছেলে	মাদারীপুর-১
৮.	শেখ ফজলুল করিম সেলিম	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই	গোপালগঞ্জ-২
৯.	নাজমুল হাসান পাপন	শেখ রেহানার খালা শাকুড়ি আইভী রহমান ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের ছেলে	কিশোরগঞ্জ-৬
১০.	আমির হোসেন আমু	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুফা	ঝালকাঠি-২
১১.	এ কে এম সেলিম ওসমান	নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী শামীম ওসমানের ভাই	নারায়ণগঞ্জ-৫
১২.	শামীম ওসমান	নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী এ কে এম সেলিম ওসমানের ভাই	নারায়ণগঞ্জ-৪
১৩.	রুমানা আলী	আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতা ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী রহমত আলীর মেয়ে	গাজীপুর-৩
১৪.	মোহাম্মদ সোলায়মান সেলিম	সাবেক সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের ছেলে	ঢাকা-৫
১৫.	মোহাম্মদ মোহিত উর রহমান	প্রয়াত সাবেক ধর্মমন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমানের ছেলে	ময়মনসিংহ-৪
১৬.	খাদিজাতুল আনোয়ার	আওয়ামী লীগের প্রয়াত সংসদ সদস্য রফিকুল আনোয়ারের মেয়ে	চট্টগ্রাম-২
১৭.	মাহবুব রহমান রুহেল	আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের ছেলে	চট্টগ্রাম-১
১৮.	এস এম আল মামুন	সীতাকুণ্ড উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য আবুল কাশেম-এর ছেলে	চট্টগ্রাম-৪
১৯.	মো. মাজহারল ইসলাম	আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য দবিরুল ইসলামের ছেলে	ঠাকুরগাঁও-২
২০.	গালিবুর রহমান শরীফ	আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরফের ছেলে	পাবনা-৪
২১.	ময়েজ উদ্দিন শরীফ	সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. শরিফ উদ্দিন-এর ছেলে	হবিগঞ্জ-২
২২.	মজিবুর রহমান চৌধুরী (নিক্সন)	সংসদের চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরীর (লিটন) ভাই এবং সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরীর ছেলে	ফরিদপুর-৪
২৩.	শাহদাব আকবর চৌধুরী	প্রয়াত সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর ছোট ছেলে	ফরিদপুর-২
২৪.	তানভীর হাসান ছোট মনির	মাদারীপুর-২ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী শাজাহান খানের জামাতা	টাঙ্গাইল-২
২৫.	মো. তৌহিদুজ্জামান	ভোলা-১ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী তোফায়েল আহমেদের জামাতা	যশোর-২
২৬.	আলী আজম	ভোলা-১ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী তোফায়েল আহমেদের আপন বড় ভাই আলী আশরাফের ছেলে	ভোলা-২
২৭.	সৈয়দা জাকিয়া নূর	বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রয়াত সৈয়দ নজরুল	কিশোরগঞ্জ-১

		ইসলামের সন্তান	
২৮.	আবদুল লতিফ সিদ্দিকী	টাঙ্গাইল-৮ আসনে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রার্থী ও দলটির সভাপতি কাদের সিদ্দিকীর ভাই	টাঙ্গাইল-৮
২৯.	শাহীন আক্তার	সাবেক সংসদ সদস্য আবদুর রহমান বদির স্ত্রী	কক্সবাজার-৪
	জয়া সেনগুপ্তা	আওয়ামী লীগ নেতা সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের স্ত্রী	সুনামগঞ্জ-২

সংযুক্তি-৫

নির্বাচিতদের মধ্যে যাঁদের শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র (সার্টিফিকেট) ও আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ) পাওয়া গেছে

আসন	বিজয়ী প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রতীক	বিবরণ
পঞ্চগড়-১	মোঃ নাঈমুজ্জামান ভূইয়া	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
পঞ্চগড়-২	মোঃ নুরুল ইসলাম সুজন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
নীলফামারী-১	মোঃ আফতাব উদ্দিন সরকার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নীলফামারী-২	আসাদুজ্জামান নূর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নীলফামারী-৩	মোঃ সাদ্দাম হোসেন (পাভেল)	স্বতন্ত্র	কাঁচি	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নীলফামারী-৪	মোঃ সিদ্দিকুল আলম	স্বতন্ত্র	কাঁচি	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
রংপুর-২	আবুল কালাম মোঃ আহসানুল হক চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
রংপুর-৫	মোঃ জাকির হোসেন সরকার	স্বতন্ত্র	ট্রাক	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
রংপুর-৬	শিরীন শারমিন চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
কুড়িগ্রাম-৩	সৌমেন্দ্র প্রসাদ পান্ডে	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
কুড়িগ্রাম-৪	মোঃ বিপ্লব হাসান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
গাইবান্ধা-৪	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
বগুড়া-৭	মোঃ মোস্তফা আলম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নওগাঁ-১	সাধন চন্দ্র মজুমদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নওগাঁ-৩	সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র

নওগাঁ-৪	এস, এম, ব্রহানী সুলতান মামুদ	স্বতন্ত্র	ট্রাক	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নওগাঁ-৫	নিজাম উদ্দিন জলিল (জন)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নওগাঁ-৬	মোঃ ওমর ফারুক	স্বতন্ত্র	ট্রাক	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
রাজশাহী-২	মোঃ শফিকুর রহমান	স্বতন্ত্র	কাঁচি	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
রাজশাহী-৩	মোহাঃ আসাদুজ্জামান আসাদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
রাজশাহী-৪	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
নাটোর-১	মোঃ আবুল কালাম	স্বতন্ত্র	ঈগল	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নাটোর-২	শফিকুল ইসলাম শিমুল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নাটোর-৪	সিদ্দিকুর রহমান পাটোয়ারী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
পাবনা-২	আহমেদ ফিরোজ কবির	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
পাবনা-৩	মো: মকবুল হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
পাবনা-৪	গালিবুর রহমান শরীফ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
মেহেরপুর-১	ফরহাদ হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
মেহেরপুর-২	আবু সালেহ মোঃ নাজমুল হক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
কুষ্টিয়া-৩	মোঃ মাহবুবুল আলম হানিফ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
যশোর-৬	মোঃ আজিজুল ইসলাম	স্বতন্ত্র	ঈগল	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
মাগুরা-১	সাকিব আল হাসান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নড়াইল-১	বি,এম কবিরুল হক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নড়াইল-২	মাশরাফি বিন মোর্ত্তজা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
বাগেরহাট-১	শেখ হেলাল উদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
বাগেরহাট-২	শেখ তন্ময়	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
বাগেরহাট-৩	হাবিবুর নাহার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র

বাগেরহাট-৪	এইচ, এম, বদিউজ্জামান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
পটুয়াখালী-৪	মোঃ মহিববুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
বরিশাল-১	আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
বরিশাল-২	রাশেদ খান মেনন	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
বরিশাল-৩	গোলাম কিবরিয়া টিপু	জাতীয় পার্টি	লাঙ্গল	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
ঝালকাঠী-১	মোহাম্মদ শাহজাহান ওমর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
টাঙ্গাইল-৬	আহসানুল ইসলাম (টিটু)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
জামালপুর-২	মোঃ ফরিদুল হক খান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
জামালপুর-৩	মির্জা আজম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
জামালপুর-৪	মোঃ আবদুর রশীদ	স্বতন্ত্র	ট্রাক	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
শেরপুর-২	মতিয়া চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
শেরপুর-৩	এ.ডি.এম. শহিদুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
ময়মনসিংহ-১	মাহমুদুল হক সায়েম	স্বতন্ত্র	ট্রাক	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
ময়মনসিংহ-২	শরীফ আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
ময়মনসিংহ-৪	মোহাম্মদ মোহিত উর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
ময়মনসিংহ-৬	মোঃ আব্দুল মালেক সরকার	স্বতন্ত্র	ট্রাক	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
ময়মনসিংহ-৭	এ বি এম আনিছুজ্জামান	স্বতন্ত্র	ট্রাক	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নেত্রকোনা-১	মোশতাক আহমেদ রুহী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নেত্রকোনা-২	মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নেত্রকোনা-৩	ইফতিকার উদ্দিন তালুকদার পিন্টু	স্বতন্ত্র	ট্রাক	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নেত্রকোনা-৪	সাজ্জাদুল হাসান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র

কিশোরগঞ্জ-৬	নাজমুল হাসান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
মানিকগঞ্জ-১	সালাউদ্দিন মাহমুদ	স্বতন্ত্র	ঈগল	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
মানিকগঞ্জ-২	দেওয়ান জাহিদ আহমেদ	স্বতন্ত্র	ট্রাক	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
ঢাকা-২	মোঃ কামরুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
ঢাকা-৪	মোঃ আওলাদ হোসেন	স্বতন্ত্র	ট্রাক	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
ঢাকা-৫	মশিউর রহমান মোল্লা সজল	স্বতন্ত্র	ট্রাক	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
ঢাকা-৮	আ, ফ ম, বাহাউদ্দিন নাসিম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
ঢাকা-১১	মোহাম্মদ ওয়াকিল উদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
ঢাকা-১৫	কামাল আহমেদ মজুমদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
ঢাকা-১৬	মো: ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
ঢাকা-১৭	মোহাম্মদ আলী আরাফাত	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
ঢাকা-১৮	মো: খুসরু চৌধুরী	স্বতন্ত্র	কেটলি	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
ঢাকা-১৯	মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	স্বতন্ত্র	ট্রাক	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
নরসিংদী-৩	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	স্বতন্ত্র	ঈগল	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নারায়ণগঞ্জ-৩	আব্দুল্লাহ আল কায়সার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
রাজবাড়ী-১	কাজী কেরামত আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
রাজবাড়ী-২	মোঃ জিল্লুল হাকিম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
ফরিদপুর-৪	মজিবুর রহমান চৌধুরী	স্বতন্ত্র	ঈগল	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
শরীয়তপুর-১	মোঃ ইকবাল হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
শরীয়তপুর-২	এ কে এম এনামুল হক শামীম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
শরীয়তপুর-৩	নাহিম রাজ্জাক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র

সুনামগঞ্জ-১	রনজিত চন্দ্র সরকার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
সুনামগঞ্জ-৪	মোহাম্মদ সাদিক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
সুনামগঞ্জ-৫	মহিবুর রহমান মানিক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
মৌলভীবাজার-৪	মোঃ আব্দুস শহীদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪	আনিসুল হক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
কুমিল্লা-৪	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	স্বতন্ত্র	ঈগল	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
কুমিল্লা-১১	মোঃ মুজিবুল হক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
চাঁদপুর-৩	ডা: দীপু মনি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নোয়াখালী-১	এইচ এম ইব্রাহিম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নোয়াখালী-৪	মোহাম্মদ একরামুল করিম চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নোয়াখালী-৫	ওবায়দুল কাদের	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
নোয়াখালী-৬	মোহাম্মদ আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
লক্ষ্মিপুর-৩	মোহাম্মদ গোলাম ফারুক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
লক্ষ্মিপুর-৪	মো: আব্দুল্লাহ	স্বতন্ত্র	ঈগল	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
চট্টগ্রাম-২	খাদিজাতুল আনোয়ার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
চট্টগ্রাম-৫	আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	জাতীয় পার্টি	লাঙ্গল	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
চট্টগ্রাম-৯	মহিবুল হাসান চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
চট্টগ্রাম-১০	মোঃ মহিউদ্দিন বাচ্চু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
চট্টগ্রাম-১৬	মুজিবুর রহমান	স্বতন্ত্র	ঈগল	শুধু আয়কর জমা রশিদ (রিটার্ন স্লিপ)
কক্সবাজার-১	সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	হাতঘড়ি	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র
কক্সবাজার-২	আশেক উল্লাহ রফিক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	শুধু আয়কর প্রত্যয়নপত্র